Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তামান্না খানম

রোলঃ 227021110

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তামান্না খানম

রোলঃ 227021110

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তামান্না খানম, আইডিঃ 227021110 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Tamanna

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

তামান্না খানম

আইডিঃ 227021110

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফজিলত

সূচি পত্র

- ইলম(অন্বেষণের) পথ জান্নাতের পথ-
- ইলম হচ্ছে আলো,যা দ্বারা বান্দা আলোকিত হয়
- নিশ্চয় আল্লাহ ইহকালে ও পরকালে জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেন -

- হাদীসের আলোকে ইলম অর্জনের ফজিলত-

৬/ইলম(জ্ঞান) অন্বেষণের বিধান ও পদ্ধতি।

- উস্তাদের কাছে অর্থাৎ কারো কাছে গিয়ে সরাসরি শেখা।
- কিতাব থেকে অর্থাৎ কারো লেখা পাঠ করে।
- উস্তাযের দীর্ঘ সাহচর্য গ্রহণ

৭/ ইলম অর্জনের পূর্বে নিয়ত পরিশুদ্ধ করা-

৮/ আদবের পরিচয়, প্রকারভেদ ও প্রয়োজনীয়তা-

৯/আদবের প্রতি সালাফদের গুরুত্বারোপ-

১০/ উস্তাযের প্রতি সালাফদের আদব ও সম্মান-

১১/উস্তাযের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আদব-

১২/সহপাঠীদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আদব-

১৩/ তালিবুল ইলমের নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আদব-

১৪/ ইলমের উপকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আদব-

১৫/ ইলম অন্বেষণে যেসব বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি জরুরি

- ইলম অর্জনের জন্য দরকার মেহনত
- ইখলাস
- ইত্তিবায়ে সুন্নাত
- ইহসান

- গতকাল
- জিদ্দিয়্যাত ও নাশাত
- হিলম ও আনাত
- ইনহিমাক
- ইলমের প্রতি অনিবার্য তৃষ্ণা
- ইহতিসাব ও ইনাবাত
- তাকওয়া ও তাহারাত

১৬/ইলম অর্জনের সাহাবীদের ত্যাগ

১৭. ইলম অর্জনের সালাফদের ত্যাগ

- আবু হুরাইরা (রা)

ভূমিকা

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই- اِقْرَأْ- পড়, ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি। -তারীখে তাবারী ৬/৫৭২

কুরআন-সুন্নাহয় ইলম হাসিল করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ

পবিত্র কুরআনের পুরোটাই ইলম। কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, কুরআনের তালীম দেওয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবেই অন্তর্ভুক্ত।

কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। কারণ আল্লাহ পাক কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন-

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে। -সূরা নাহ্ল (১৬) : ৪৪

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَ یُزَكِّیْهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ.

তিনিই উম্মিদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে; তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। -সূরা জুমুআহ (৬২):২

- **কুরআনে বর্ণিত -ইলম হাসিলে গুরুত্বারোপ**

সর্বপ্রথম কুরআনী ওহীতেই ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَق ، اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَم، الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَم، عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ.

পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক’ হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না। -সূরা আলাক (৯৬) : ১-৫

অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা 'ইল্ম এবং তার ধারক-বাহক (জ্ঞানী / বিদ্বান ব্যক্তি) এর প্রশংসা করেছেন। আর অবশ্যই তিনি তার বান্দাদেরকে 'ইল্ম অর্জন (জ্ঞানার্জন) এবং তা থেকে পাথেয় সংগ্রহের জন্য উৎসাহিত করেছেন। 'ইল্ম অর্জন করা সর্বশ্রেষ্ঠ সৎ আমলের অন্তর্ভুক্ত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ নফল ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা 'ইল্ম অর্জন করা আল্লাহ্'র রাস্তায় জিহাদের একটি প্রকার।

মহান আল্লাহর দ্বীন কেবলমাত্র দু'টি বিষয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম বিষয়:)اَلْعِلْمُ وَالْبُرْهَان('ইল্‌ম অর্জন এবং দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করা।

দ্বিতীয় বিষয়:)الْقِتَالُ وَ السَّنَان(যুদ্ধ ও সমরাস্ত্র।

সুতরাং এ দু'টি বিষয় অপরিহার্য। শুধুমাত্র এ দু'টি বিষয়ের মাধ্যমেই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং বিজয়ী হওয়া সম্ভব।

আর এ দু'টির মধ্য থেকে প্রথম বিষয় ('ইল্‌ম অর্জন এবং দলীল প্রমাণ)-কে দ্বিতীয় বিষয় (যুদ্ধ ও সমরাস্ত্র) এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে। একারণেই নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন গোত্রের উপর আক্রমণ করতেন না, যতক্ষণ না তাদের নিকটে আল্লাহর দ্বীনের দা'ওয়াত পৌঁছে। অতএব যুদ্ধের পূর্বে 'ইল্ম অর্জন করতে **হবে।**

আল্লাহ বলেন -

(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ)

“(হে নবী!) আপনি বলুন, যারা (তাদের প্রতিপালক এবং সত্য দ্বীন সম্পর্কে) জানে এবং যারা এগুলোর কিছুই জানে না, তারা কি সমান? কেবলমাত্র জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই উপদেশ গ্রহণ করে"। সূরাহ আয-যুমার; ৩৯:৯।

যেমনভাবে জীবিত ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তি, শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ও শ্রবণশক্তিহীন ব্যক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ও দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তি সমান নয়; ঠিক তেমনভাবে যে ব্যক্তি (তার প্রতিপালক এবং সত্য দ্বীন সম্পর্কে) জানে আর যে ব্যক্তি তা জানে না, তারা উভয়ে সমান নয়।

'ইল্‌ম হচ্ছে আলো, যার মাধ্যমে মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পায় এবং অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর দিকে বের হয়ে আসে। আল্লাহ তা'আলা 'ইল্মের কারণেই তার সৃষ্ট জীবের মধ্য থেকে যাকে চান (উচ্চ মর্যাদায়) উন্নীত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ .

"তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে (ইহকালে সম্মান ও পরকালে ছাওয়াব দানের মাধ্যমে) বহু মর্যাদায় উন্নীত করেন"। সূরাহ আল-মুজাদালাহ; ৫৮:১১।

- **কুরআনে কারীমের এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে দুআ শিখিয়েছেন-**
-

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا.

হে আমার প্রভু, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও। -সূরা ত্ব-হা (২০) : ১১৪

আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, ইলমের চেয়ে অন্য কোনো আমল যদি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হতো তবে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা বৃদ্ধির জন্যই দুআ করতে নির্দেশ দিতেন। কুরআনে কারিমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

সূরা কাহাফ থেকে শিক্ষা ইলম হাসিলের গুরুত্ব-

সূরা কাহাফে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ. ও হযরত খাযির আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, একজন অনেক উঁচু মর্যাদার নবীও ইলম ও হিকমত শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং একজন ইলম ওয়ালা লোকের (খিযির আ.) পিছে পিছে ঘুরেছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে হযরত মূসা আ. খাযির আ.-কে বললেন-

هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا.

আমি কি আপনার অনুসরণ করব এই মর্মে যে, আপনি আমাকে হেদায়েতের বাণী শেখাবে, যা আপনাকে শেখানো হয়েছে। -সূরা কাহাফ (১৮) : ৬৬

হযরত মূসা ও খাযির আ.-এর ঘটনা সবিস্তারে কুরআনে কারিমে সূরা কাহাফের শেষে উল্লেখ আছে। সেখানে একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্য বহু শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

ইলম হাসিলে অনাগ্রহ সম্পদায়কে শাস্তি-

ইলমের প্রতি কোনো এক সম্প্রদায়ের অনাগ্রহের কথা জানার পর তিনি ইরশাদ করেন-

مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُونَ جِيرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُونَهُمْ، وَلَا يَعِظُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ. وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَلَا يَتَفَقَّهُونَ، وَلَا يَتَّعِظُونَ. وَاللهِ لَيُعَلِّمَنّ قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ، وَيُفَقِّهُونَهُمْ وَيَعِظُونَهُمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ، وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلْيَتَعَلَّمَنّ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَيَتَفَقَّهُونَ، وَيَتَفَطَّنُونَ، أَوْ لأُعَاجِلَنّهُمُ الْعُقُوبَةَ .

ওই সম্প্রদায়ের কী হল যে, তারা প্রতিবেশীদেরকে দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করে না; দ্বীন শিক্ষা দেয় না, দ্বীনের বিষয়াবলী বোঝায় না, তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করে না, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে না? ওই সম্প্রদায়েরই বা কী হল যে, তারা প্রতিবেশী থেকে দ্বীন শেখে না, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ নেয় না, দ্বীনের বিষয়াদি বুঝে নেয় না?

আল্লাহর কসম! হয়ত তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে দ্বীন শেখাবে, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করবে, দ্বীনের বিষয়াদি বোঝাবে, সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর যারা জানে না ওরা তাদের থেকে শিখবে, সঠিক বুঝ গ্রহণ করবে, দ্বীনের বিষয়াদি ভালোভাবে বুঝে নেবে নতুবা আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই নগদ শাস্তি দিব। -আলমুজামুল কাবীর, তবারানী; মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ১/১৬৪

ইলমের পরিচয়

ইলমের শাব্দিক অর্থ - ইলম (العلم) আরবি শব্দ,যার অর্থ জ্ঞান,জানা,বুঝা, উপলব্ধি করা ইত্যাদি। ইলম(জ্ঞান) এই হচ্ছে জাহেল (অজ্ঞতা) এর বিপরীত। অর্থাৎ ইলম হলো কোন কিছু প্রকৃত অবস্থা জানা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: শরীয়তের পরিভাষায় ইলম শব্দের
মাধ্যমে দ্বীনী জ্ঞানকে বুঝানো হয়ে থাকে। ফলে যে কোন সাধারণ জ্ঞান হলেই তাকে শরীয়তের পরিভাষায় ইলম বলা হয় না এবং

ইলমের ফজিলত এর জন্য প্রযোজ্য হয় না। বুখারী শরীফে ইলম অধ্যোয়ের এক হাদীসে বর্ণিত ইলম দ্বারা কোন জ্ঞান উদ্দেশ্য তার
ব্যাখায় করে ইবনু হাজার আসকালনী (রহ) বলেন,
‘ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হগলা শরীয়ত সংশ্লিষ্ট সেই জ্ঞান, যা শরীয়তের
বিধিবিধান পালনে বাধ্য ব্যক্তি উপর অর্পিত আবশ্যকীয় ইবাদাত ও লেনদেন সংক্রান্ত ধর্মীয় বিষয়াদি অবগত হতে সাহায্য করে।
সেই সাথে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর গুণাবলীর পরিচয়, সব কিছু তার নিয়ন্ত্রণ করা ও সব ধরনের দোষ-ত্রুটি থেকে তার মুক্ত থাকা ইত্যাদি জানতে সহায়ক হয়। এই জ্ঞানের ভিত্তি হলো তাফসীর, হাদীস ও রফকহ।’ (ফাতহুল বারী : ১/১৪১)

আশরাফ আলী থানবী রাহ. এর আল-ইলমু ওয়াল উলামা গ্রন্থে আছে, 'আরবী শিখলেই কেউ আলেম হয়ে যায় না। কারণ ভাষা এক জিনিস, ইলম অন্য জিনিস। আমি আরেকটু আগ বেড়ে বলি, যদি কারো ইলমে দ্বীন থাকে; আর্মল না থাকে, তাকেও প্রকৃত আলেম বলা যায় না। এর দলিল হলো, আল্লাহ কুরআনে ইহুদীদের ইলম আছে বলার পরে আয়াতের শেষে তাদের ইলম থাকাকে নাকচ করে বলেছেন, 'যদি তাদের ইলম থাকত!' এর দ্বারা বোঝা যায়, যেই ইলমের সাথে আমল থাকে, সেটাই প্রত্যাশিত। সুতরাং কেউ যেন শুধু (আরবী) কিতাব পড়তে পারা নিয়ে গর্ব না করে

ইলমের প্রকার সমূহ

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই- اقْرَأ তথা পড়ো, ইলম অর্জন করো। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন, 'যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে, সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি।' (তারীখে তাবারী: ৬/৫৭২)

দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ রয়েছে।
১/ ভাগ ফরযে আইন ।
২/ ফরযে কেফায়া ।

প্রথম প্রকার ইলম হচ্ছে - ফরযে আইন -যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয।' (সুনানে ইবনে মাজাহ : ২২৪)

ঈমান-আকীদা, ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাতসহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যা সকলকেই শিখতে হবে। এই পরিমাণ ইলম শিখে নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। আর অধীনস্তদেরকে শিক্ষা দেওয়াও জরুরি। এ পরিমাণ ইলম না শিখলে আল্লাহর কাছে অন্যকে দায়ী করা যাবে না এবং কোনো ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় প্রকারের ইলম হচ্ছে, ফরযে কেফায়া, যা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয না হলেও সামষ্টিকভাবে সকলের উপর ফরয। অর্থাৎ সমাজের কিছু ব্যক্তি তা শিখলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই না শিখলে সকলেই দায়ী থাকবে। এ প্রকারের ইলম অনেক বিস্তৃত। এই ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, 'এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক উত্তর প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তাঁরা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে। (শরহু মুশকিলিল আছার: ৩৮৮৪)

ইলম অর্জনের সর্বাধিক ফজিলত

কুরআনের আলোকে ইলম অর্জনের ফজিলত-

ইলম মহান আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নিয়ামত। ইলমের মাধ্যমেই মানুষকে সমস্ত সৃষ্টিজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা নিজেই মানুষকে ইলম শিখিয়েছেন এবং তাদেরকে ইলম শিখার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইলম শিখার অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

১. মহান আল্লাহ তাআলার ভয় সবচেয়ে বেশি ছিল নবী-রাসূলদের মধ্যে। নবী-রাসূলদের পরে একমাত্র উলামায়ে কিরামদের মধ্যেই আল্লাহর ভয় সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। এ দিক থেকে উলামায়ে কিরাম আল্লাহ পাকের ভয়কে নবী-রাসূলদের ওয়ারিশ হিসেবে পেয়েছেন। কারণ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

ُإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء

"আল্লাহকে তো কেবল তারাই ভয় করে, যারা ইলমের অধিকারী।" (সূরা-ফাতির: ২৮)

২. ইলমের কারণে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই সম্মানিত হয়। এই সুসংবাদ মহান আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে দিয়েছেন,

ٍيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নীত করবেন।" (সূরা-মুজাদালা: ১১)

৩. ইলমের উন্নতির জন্য আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বেশি বেশি দুআ করার নির্দেশ দিয়েছেন, ৭

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"এবং দুআ করতে থাকো, হে আমার প্রতিপালক, আমার ইলম আরও বৃদ্ধি করে দাও।" (সূরা-ত্বহা: ১১৪)।

আল্লামা কুরতুবী রাহ বলেন, ইলমের চেয়ে অন্য কোনো আমল যদি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হতো তবে তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা বৃদ্ধির জন্যই দুআ করতে নির্দেশ দিতেন। কুরআন কারীমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

৪. আল্লাহ তাআলা ও ফেরেশতাদের সাথে তাওহীদের সাক্ষী হিসেবে আহলে ইলমদের নাম উল্লেখিত হয়েছে,

ُشهد الله الهُ لا إلهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم

"আল্লাহ স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশতাগণ ও আহলে ইলমগণও যে, তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, যিনি ইনসাফের সাথে (বিশ্ব জগতের) নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়...।" (সূরা-আলে ইমরান: ১৮)

৫. অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُوْن. বলো, যাদের ইলম আছে এবং যাদের ইলম নেই তারা কি সমান? (সূরা যুমার: ৯)

'ইলম নবীগণ আ. এর মীরাছ/উত্তরাধিকার: নবীগণ আঃ (কাউকে) দিরহাম এবং দিনারের (দুনিয়াবী কোন জিনিসের) ওয়ারিছ/উত্তরাধিকারী বানাননি। কেবলমাত্র তারা (মানুষকে) 'ইলমের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি 'ইল্ম অর্জন করে, তাহলে সে ব্যক্তি নবীগণ আ. এর মীরাছ/উত্তরাধিকার থেকে পূর্ণ অংশ অর্জন করতে পারবে।

অতএব এ পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন তুমি জ্ঞানবানদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তখন তুমি মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওয়ারিছ/উত্তরাধিকারী হবে। আর এটি ('ইল্ম অর্জনের) সবচেয়ে বড় ফযীলত।

'ইলম স্থায়ী হয়, আর সম্পদ ফুরিয়ে যায়: আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দরিদ্র ছাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এমনকি তিনি ক্ষুধার কারণে অজ্ঞান হয়ে (মাটিতে) পড়ে যেতেন। আমি আল্লাহ্'র কসম করে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আমাদের যুগে মানুষের মাঝে আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীছ চলে, নাকি চলে না? হ্যাঁ। তার বর্ণিত হাদীছ অনেক চলে। সুতরাং আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ঐ ব্যক্তির সমপরিমাণ ছাওয়াব হয়, যে ব্যক্তি তার বর্ণিত হাদীছগুলো দ্বারা উপকৃত হয়। তাহলে বুঝা গেল যে, 'ইলম টিকে থাকে, আর সম্পদ ফুরিয়ে যায়। অতএব, হে 'ইল্ম অন্বেষণকারী। 'ইল্মকে আঁকড়ে ধরা তোমার উপর অপরিহার্য।

হাদীছে প্রমাণিত আছে যে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثلاثة: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه

"যখন মানুষ মারা যায়, তখন তিনটি আমল ছাড়া তার সকল আমল (সকল আমলের ছাওয়াব তার থেকে) ছিন্ন হয়ে যায়। ছদাক্বায়ে জারিয়াহ, এমন 'ইলম (জ্ঞান), যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন সৎ সন্তান, যে সন্তান (তার মৃত্যুর পর) তার জন্য দু'আ করে"।"

৪ ছহীহ মুসলিম: হা/১৬৩১, সুনান আবু দাউদ। হা/২৮৮০, সুনান আত-তিরমিযী: হা/১৩৭৬।

ইলম অর্জনকারী (জ্ঞানবান/বিদ্বান ব্যক্তি) 'ইলম (সংরক্ষণের ক্ষেত্রে) কোন কষ্ট অনুভব করে না: কেননা যখন আল্লাহ তোমাকে কোন 'ইলম দান করেন, তখন তিনি তা (তোমার) অন্তরে সংরক্ষণ করেন। 'ইলম (সংরক্ষণের ক্ষেত্রে) কোন সিন্দুক বা চাবিকাঠি অথবা অন্যান্য কোন জিনিসের প্রয়োজন অনুভব করেন না। এটি (মানুষের) অন্তরে ও হৃদয়ে সংরক্ষিত থাকে। আর যথাসময়ে 'ইলমই (জ্ঞানই) তোমার অভিভাবক হয়ে যায়। কেননা এটি আল্লাহর অনুমতিক্রমে তোমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করে। অতএব, 'ইলমই তোমাকে রক্ষা করে। পক্ষান্তরে সম্পদকে তুমি নিজেই বড় দরজার অন্তরালে সিন্দুকের মধ্যে রেখে সংরক্ষণ কর। আর তা সত্ত্বেও তুমি সম্পদের ব্যাপারে আস্থাশীল হও না।

- **মানুষ সত্যের সাক্ষ্যপ্রদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য 'ইল্মকে মাধ্যম বানায়:** এর দলীল (প্রমাণ) হচ্ছে আল্লাহ্'র এই বাণী,

ِشهد الله أنه لا إله إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

"ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ নিজে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতিত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতিত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই"। সূরাহ আলে "ইমরান: ৩:১৮।

এখানে) আল্লাহ কি "ধনী ব্যক্তিগণ")أولو المال(বলেছেন? না! বরং তিনি বলেছেন, জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ)أُوْلُو الْعلم(। সুতরাং হে 'ইলম অন্বেষণকারী! আল্লাহর একত্বের উপর সাক্ষ্যদানকারী ফেরেশতাগণের সাথে যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে এ সাক্ষ্যদান করে যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, সে ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়া তোমার সম্মানের জন্য যথেষ্ট।

"উলাতুল আমর (কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিবর্গ) এর দু'শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণী হলেন আহলুল ইলম (আলিমগণ): আল্লাহ তা'আলা যাদের আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন,

يا أَيُّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولي الأمر منكم

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য থেকে أولو الأمر "উলুল আম" (শাসকবর্গ/ কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিবর্গ(এর (আনুগত্য করো)"। সূরাহ আন-নিসা; ৪:৫৯।

অতএব, এখানে "উলাতুল উমূর" (পদটি) "শাসকবর্গ ও বিচারকবর্গ" এবং "জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ (উলামায়ে কিরাম) ও 'ইলম অন্বেষণকারী (শিক্ষার্থীবৃন্দ)" শব্দগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তিগণের (আলিমগণের) কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্'র বিধি-বিধান (শরী'আত) বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এবং জনগণকে তার দিকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে। আর শাসকবর্গের কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্'র বিধি-বিধান (রাষ্ট্রে) বাস্তবায়িত করা এবং সে বিধি-বিধান পালনের জন্য জনগণকে বাধ্য করা।

আহলুল ইলম (আলিমগণ) কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার আদেশের উপর আটল থাকবেন: আর এর পক্ষে দলীল (প্রমাণ) গ্রহণ করা হয় মু'আবিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর (বর্ণিত) হাদীছ দ্বারা। তিনি বলেন, আমি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"আল্লাহ যার কল্যান চান, তাকে দ্বীনের সঠিক 'ইল্ম (জ্ঞান) দান করেন"।"

প্রকৃতপক্ষে আমি (আল্লাহ্'র আদেশক্রমে তোমাদের সকলের মাঝে ওহীর জ্ঞান) বন্টন করি এবং আল্লাহ (তার ইচ্ছানুযায়ী তোমাদের সকলকে দ্বীনের 'ইলম) দান করেন। আর এ উম্মাহ (আলিম জাতি) আল্লাহ্'র সত্য দ্বীনের উপর অটল থাকবেন। যারা তাদের বিরোধিতা করে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি আল্লাহ্'র আদেশ (কিয়ামত) সংঘটিত হবে, (অথচ তারা এমনই থাকবে)। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল এ দল সম্পর্কে বলেন,

إن لم يكونوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُم

"যদি তারা 'আহলুল হাদীছ' না হন, তাহলে আমি জানি না তারা কারা"। আর ক্বাযী 'ইয়াছ (রহি.) বলেন,

أراد أحمد أهل السنة و من يعتقد مذهب أهل الحديث

ইমাম আ'হমাদ বিন হাম্বাল (রহি.) "আহলুস সুন্নাহ"কে এবং যারা আহলুল হাদীছ মতাদর্শকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন।'

৫. ছহীহ আল-বুখারী: হা/৭১, ছহীহ মুসলিম: হা/১৩৩৭, দ্বহীহ ইবনু হিব্বান: হা/৮৯

আল্লাহ তায়ালা কোন নিয়ামতে প্রতি ঈর্ষা করা যায়: আল্লাহ (তার বান্দাগণকে) যেগুলো নি'আমাত দান করেছেন, সেগুলোর মধ্য থেকে কোন নি'আমাতের ব্যাপারে রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে কারও প্রতি ঈর্ষা করতে উৎসাহ দেননি। তবে দু'টি নি'আমাতের ব্যাপারে (একে অপরের প্রতি ঈর্ষা করতে উৎসাহ দিয়েছেন)। নি'আমাত দু'টি হচ্ছে:

বড় 'ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণ করা এবং তা অনুযায়ী আমল করা।

খ. এমন ব্যবসায়ী, যে তার সম্পদ ইসলামের কাজে প্রদান করে।

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لا حسد إلا في النتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هَلَكَتِهِ في الحق، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحكمة فَهُوَ يَقْضِي مَا وَيُعَلِّمُهَا

"(শুধুমাত্র) দু'টি ক্ষেত্রে ছাড়া (অন্য কোন ক্ষেত্রে) ঈর্ষা করা বৈধ নয়। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, আল্লাহ যাকে সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তিনি তাকে মহৎ কাজগুলোর ক্ষেত্রে তা খরচ করার ব্যাপারে ক্ষমতা দিয়েছেন। আর এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, আল্লাহ যাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন, অতঃপর সে ব্যক্তি তা অনুযায়ী আমল করে এবং তা মানুষকে (ছাওয়াবের আশায়) শিক্ষা দেয়"।"

ইলম (অন্বেষণের পথ) জান্নাতের পথ: আবু হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণিত হাদীছ তার প্রমাণ। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة

"আর যদি কোন ব্যক্তি 'ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে রাস্তায় বের হয়, তাহলে আল্লাহ তার বিনিময়ে ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের দিকে রাস্তা সহজ করে দেন" ১২

মু'আবিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীছে 'ইলম সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

من برد الله به خيرا يفقهه في الدين

"আল্লাহ যার কল্যান চান, তাকে দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান দান করেন। ১৩

১০. জহীহ আল-বুখারীঃ হা/৭৯, শার'হুস সুন্নাহ গিল বাংগাবী: হা/১৩৫, আল-মুখতায়রুন নাছী' হ

ফী তাহযাবিল কিতাবিল জামি'ইড ছহীয়: হা/৫।

১১. অহীহ মুসলিম। হা/২৬৯৯, তিরমিযী। হা/২৯৪৫, ইবনু মাজাহ হা/২২৫, মুসনাদ আহমাদ।

হাংনং। ৭৪২, মুসনাদ বাযযার। হা/৯১২

১২. ছহীহ মুসলিম হা/২৬৯৯, তিরমিযী হা/২৬৪৬, আবূ দাউদ ৩৬৪৩, ইবনে মাজাহ হা/২২৫।

১৩. ছহীহ আল-বুখারী। হা/৭১, ছহীহ মুসলিম হা/১৩৩৭।

অর্থাৎ আল্লাহ তার দ্বীনের ব্যাপারে তাকে ফকীহ/বিশেষজ্ঞ বানিয়ে দেন। ফিকহশাস্ত্রে পারদর্শীদের নিকটে الذين ابقة في)দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান) দ্বারা শুধুমাত্র الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَخْصُوصَةَ)বিশেষ আমল সংক্রান্ত বিধি-বিধানের জ্ঞান) উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা علم التوجيد)আল্লাহ'র একত্বের জা(علم الذين أصول (ة মূলনীতিসমূহের জান) এবং আল্লাহ্'র শরী'আতের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়াদির জ্ঞান উদ্দেশ্য। আর যদি 'ইলম অর্জনের ফযীলতের ক্ষেত্রে এই হাদীছটি ব্যতিত কুরআন এবং হাদীছের কোন দলীল না থাকে, তবুও অবশ্যই এই হাদীছটি শরী'আতের 'ইলম অন্বেষণ ও অর্জনের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে।

'ইলম হচ্ছে আলো, যার দ্বারা বান্দা আলোকিত হয়: বান্দা জানে সে কিভাবে তার প্রতিপালকের 'ইবাদত করবে এবং সে কিভাবে তার বান্দাদের সাথে পারস্পারিক লেনদেন করবে। অতএব, এসব ব্যাপারে 'ইলম এবং (কুরআন ও হাদীছের) সুস্পষ্ট দলীল অনুযায়ী তার চলার পথ (তৈরি) হয়।

নিশ্চয় আলিম (জ্ঞানী) ব্যক্তি হলেন আলো, যার দ্বারা লোকেরা তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সঠিক পথ পায়: আর বানী ইসরাঈলের (১০০ জন মানুষকে হত্যাকারী) লোকটির ঘটনা আমাদের অধিকাংশের নিকটে গোপনীয় নয়। যখন ঐ লোকটি ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করল, তখন সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় একজন আলিম সম্পর্কে (মানুষকে) জিজ্ঞেস করল। অতঃপর তাকে একজন ধার্মিক লোকের ব্যাপারে বলা হলো। তারপর সে (তার নিকটে গিয়ে) তাকে জিজ্ঞেস করল। তার জন্য কি কোন তাওবাহ রয়েছে? তখন ধার্মিক লোকটি যেন বিষয়টিকে বড় মনে করলেন। তারপর তিনি বললেন। না। (কোন তাওবাহ নেই)। ফলে সে তাকে হত্যা করে তার দ্বারা (হত্যাকৃত ব্যক্তির সংখ্যা) ১০০ জন পূর্ণ করল। অতঃপর সে একজন আলিমের নিকটে গেল। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করল: (তার জন্য কি কোন তাব্বাহ রয়েছে?) তখন তিনি তাকে সংবাদ দিলেন যে, তার জন্য তাওবাহ রয়েছে। (তিনি তাকে আরও সংবাদ দিলেন যে.) এমন কিছু নেই, যা তার মাঝে এবং তার তাওবাহ'র মাঝে প্রতিবন্ধক হবে। অতঃপর তিনি তাকে এক দেশের ব্যাপারে বললেন, সে দেশের উদ্দেশ্যে তার বের হওয়ার জন্য, যার অধিবাসীগণ সৎ। ফলে সে বের হলো। অতঃপর রাজার মাঝে তার মৃত্যু সংঘটিত হলো। ঘটনাটি প্রসিদ্ধ।"১৪

সুতরাং তুমি 'আলিম (জ্ঞানী) এবং জাহিল (মূর্খ) এর মাঝে পার্থক্য লক্ষ্য করো।

১৪ ঘটনাটি স্বহীহ আল-বুখারী ও ছহীহ মুসলিম এ বর্ণিত হয়েছে। ছহীহ মুসলিম। হা/২৭৬৬

নিশ্চয় আল্লাহ ইহকালে ও পরকালে জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গকে (আলিমগণকে) উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেন: তারা আল্লাহ্'র দিকে দা'ওয়াত দানের যে দায়িত্ব পালন করেন, তার ভিত্তিতে এবং তারা যা জানেন তা অনুযায়ী আমল করার ভিত্তিতে, দুনিয়াতে আল্লাহ তাদেরকে তার সমস্ত বান্দাদের মাঝে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। পক্ষান্তরে, পরকালেও তিনি তাদেরকে এসবের ভিত্তিতে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে (ইহকালে সম্মান ও পরকালে ছাওয়াব দানের মধ্যমে) বহু মর্যাদায় উন্নীত করবেন"। সূরাহ আল-মুজাদালাহ: ৫৮:১১।

হাদিসের আলোকে ইলম অর্জনের ফজিলত-

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য হাদিসে ইলমের ফজিলত বর্ণনা করেছেন।নিম্নে কয়েকটি হাদীস তুলে ধরা হলো -

ইলম শিক্ষার সুযোগ পাওয়া আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রমাণ।

১/ মু'আবিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীছে 'ইলম সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

من برد الله به خيرا يفقهه في الدين

"আল্লাহ যার কল্যান চান, তাকে দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান দান করেন।

অর্থাৎ আল্লাহ তার দ্বীনের ব্যাপারে তাকে ফকীহ/বিশেষজ্ঞ বানিয়ে দেন। ফিকহশাস্ত্রে পারদর্শীদের নিকটে ابقة في الذين)দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান) দ্বারা শুধুমাত্র الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَخْصُوصَةَ)বিশেষ আমল সংক্রান্ত বিধি-বিধানের জ্ঞান) উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা علم التوجيد)আল্লাহ'র একত্বের জা(أصول الذين علم (ة মূলনীতিসমূহের জান) এবং আল্লাহ্'র শরী'আতের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়াদির জ্ঞান উদ্দেশ্য। আর যদি 'ইলম অর্জনের ফযীলতের ক্ষেত্রে এই হাদীছটি ব্যতিত কুরআন এবং হাদীছের কোন দলীল না থাকে, তবুও অবশ্যই এই হাদীছটি শরী'আতের 'ইলম অন্বেষণ ও অর্জনের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে।

ছহীহ আল-বুখারী। হা/৭১, ছহীহ মুসলিম হা/১৩৩৭।

২/ইমাম বুখারী (রহি.) বর্ণিত হাদীছে ('ইল্মস সম্পর্কে বর্ণনা) এসেছে: আবূ মূসা আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ المَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلَا وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِمَا

النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَا، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِيْنِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ

"আল্লাহ যে দিক-নির্দেশনা এবং (শার'ঈ দলীলসমূহের) 'ইল্মসহ আমাকে (দুনিয়াতে) পাঠিয়েছেন, তা (অর্জনকারীর) দৃষ্টান্ত হচ্ছে জমিনের (এক অংশে) পতিত পর্যাপ্ত বৃষ্টির মত। (১ম প্রকার জমিন:) ভাল উর্বর কিছু ভূমি রয়েছে, যেগুলো ভূমি পানি শুষে নেয়, অতঃপর প্রচুর তাজা ও শুকনা তৃণলতা এবং তাজা ঘাস উৎপন্ন করে। (২য় প্রকার জমিন:) আর শক্ত কিছু ভূমি রয়েছে, যেগুলো ভূমি পানি আটকে রাখে। অতঃপর আল্লাহ ঐ পানির দ্বারা সকল মানুষের উপকার করেন। ফলে তারা (নিজেরা তা) পান করে, (তাদের পশুপাখিকে) পান করায় এবং (তা দ্বারা) চাষাবাদ করে। (৩য় প্রকার জমিন:) জমিনের অপর কিছু অংশে বৃষ্টি পতিত হয়, যে অংশগুলো কেবলমাত্র সমতল। সেগুলো ভূমি পানি আটকে রাখে না এবং তাজা ও শুকনা তৃণলতাও উৎপন্ন করে না।

ছহীহ আল-বুখারীঃ হা/৭৯, শার'হুস সুন্নাহ গিল বাংগাবী: হা/১৩৫, আল-মুখতায়রুন নাছী' হ ফী তাহযাবিল কিতাবিল জামি'ইড ছহীয়: হা/৫৮।

সুতরাং ঐ (১ম ও ২য় প্রকার) জমিন হলো এমন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে ব্যক্তি আল্লাহ'র দ্বীনের ব্যাপারে 'ইলম অর্জন করে এবং আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে। পাঠিয়েছেন, তা তার উপকারে আসে। ফলে সে 'ইলম অর্জন করে এবং তা শিক্ষা। দেয়। আর ঐ (৩য় প্রকার) জমিন হলো এমন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে। মাথা তুলে দেখে না এবং আল্লাহ'র যে দিক-নির্দেশনা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে, সেটিও গ্রহণ করে না"।”

৩/ ইলমের ক্ষেত্রে হিংসা করা বৈধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারেই হিংসা হতে পারে না। এক. আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে ন্যায়ের পথে খরচ করতে থাকে। দুই, যাকে দ্বীনী ইলম দান করেছেন আর সে তা দিয়ে বিচার করে এবং অন্য মানুষকে শেখায়।' (সহীহ বুখারী: ৭৩; সহীহ মুসলিম: ৮১৬)

৪/ ইলম মৃত্যুর পরেও মানুষকে উপকৃত করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষ মারা গেলে তার তিনটি আমল ছাড়া সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। এক, সদকায়ে জারিয়া।

দুই, উপকারী ইলম এবং তিন. নেক সন্তান, যে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করে।' (সহীহ মুসলিম: ১৬৩১)

৫/ ইলম অর্জনের পথ হলো জান্নাতের পথ। কারণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যেই ব্যক্তি ইলম তলবের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাআলা এর বদৌলতে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন। (সহীহ মুসলিম: ২৬৯৯)

৬/ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে লোক জ্ঞানার্জন করার জন্য বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের মাঝে) আছে বলে গণ্য হয়। (রিয়াযুস সালেহীন: ১৩৯৩; হাসান) A

৭/ ইলম অন্বেষণকারীর চলার পথে ফেরেশতারা নূরের পর বিছিয়ে দেন। হাদীসে এসেছে, "যে ব্যক্তি ইলম শিখার জন্য বের হয় সে জান্নাতের পথে হাঁটে। তার সন্তুষ্টির জন্য ফেরেশতাগণ তাঁদের পাখা তার পায়ের নিচে বিছিয়ে দেন। পানির মাছ থেকে শুরু করে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি তার জন্য রহমতের দুআ করে। ইলম ছাড়া ইবাদতকারী বান্দার উপর একজন আলেমের শ্রেষ্ঠত্ব হলো, সে যেন পূর্ণিমার রাতে অন্যান্য নক্ষত্রের মাঝে চাঁদের মতো।" (তিরমিযী: ২৬৮৫)

৮/ ইলম অন্বেষণকারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওয়ারিশ। কারণ নবী-রাসূলগণ অর্থকড়ি রেখে যান না। শুধু তাঁদের ইলম ও হিকমাহ রেখে যান। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'শুধু আলেমরাই নবী-রাসূলদের ওয়ারিশ। কেউ তাঁদের টাকা-পয়সার ওয়ারিশ হয় না, বরং শুধু তাঁদের ইলমের ওয়ারিশ হয়। যে ব্যক্তি ইলম শিখল সে অপরিসীম কল্যাণ অর্জন করল।' (তিরমিযী: ২৬৮২)

৯/ ইলমের মাধ্যমে দ্বীন টিকে থাকবে। হাদীসে এসেছে, 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ লোকদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ইলম তুলে নেবেন না; বরং উলামা সম্প্রদায়কে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম তুলে নেবেন। অবশেষে যখন কোন আলেম বাকি থাকবে না, তখন জনগণ মূর্খ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে নেতা বানিয়ে নেবে এবং তাদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হবে, আর তারা না জেনে ফতোয়া দেবে, ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে। (সহীহ মুসলিম: ২৬৭৩)

ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণের বিধান

ইসলামে দ্বীনী ইলম অর্জনের অবকাশ সবার জন্য উন্মুক্ত। যে কোনো বংশের লোক, যে কোনো শ্রেণি-পেশার মানুষ, যে কোনো অঞ্চলের অধিবাসী কুরআন-সুন্নাহর ইলম অর্জন করতে পারেন; বরং ইসলামে তা কাম্য। কুরআন-সুন্নাহয় এ বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

যে কেউ ইলমের খোঁজে কোনো পথে চলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। -মুসনাদে আহমদ ১৪/৬৬

ইমাম তিরমিযী রাহ. এ হাদীসের উপর শিরোনাম দিয়েছেন باب ما جاء في فضل الفقه অর্থাৎ 'ফিকহের (দ্বীনের সহীহ সমঝ) মর্যাদা সংক্রান্ত বর্ণনা'।

দ্বীনী ইলম অর্জনের এই সাধারণ সুযোগ ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যাবে যদি এ বিষয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্ম-গ্রন্থ ও ধর্মীয় বিধিবিধান সম্পর্কে জানা শোনা থাকে। ইসলামের আরেক সৌন্দর্য হচ্ছে দ্বীনী ইলমের চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা রোধ। ইসলাম একদিকে যেমন ইলম অর্জনের সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত করেছে অন্যদিকে সঠিক উপায়ে ইলম অর্জন না করে দ্বীনী বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়াকে চরম অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং ইসলামে ইলমের ক্ষেত্রে যেমন ব্রাহ্মন্যবাদ বা শ্রেণিবিশেষের ইজারাদারি নেই তেমনি অরাজকতা বা অযোগ্য লোকের অনুপ্রবেশেরও সুযোগ নেই। এই দুই প্রান্তিকতার মাঝে যে ভারসাম্যপূর্ণ নীতি সেটিই ইসলামী নীতি- ইলম অর্জনের সুযোগ সবার জন্য অবারিত আর সঠিক উপায়ে ইলম অর্জন ছাড়া ইলমী সিদ্ধান্ত দেওয়া নিষিদ্ধ

- **উস্তাদের সহর্যে অর্থাৎ কারো কাছে গিয়ে সরাসরি শেখা।**
- **কিতাব থেকে অর্থাৎ কারো লেখা পাঠ করে।**

দ্বীনী ইলম অর্জনের সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, আলিমগণের নিকট থেকে ইলম অর্জন করা।

কেউ ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা করলে স্বাভাবিকভাবে দুই প্রকারের উপায় সামনে আসে। **এক.** কারো লেখা পাঠ করা। **দুই.** কারো কাছে গিয়ে সরাসরি তার থেকে শেখা। এই দুই পদ্ধতিরই কিছু উসূল (নিয়মনীতি) ও আদব রয়েছে। প্রথম পদ্ধতির সবচে বড় উসূল হচ্ছে সেটা কার লেখা তা যাচাই করা। অর্থাৎ আমার শিক্ষাটা যেন হয় হকপন্থী কারো বই থেকে। হকপন্থীদের বই চেনার উপায় হচ্ছে নিজের জানা-শোনা হকপন্থী কোনো আলেমের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কোনো আলেমের কাছে না গিয়ে শুধু বই-পত্র থেকে কিছু ইসলামী জ্ঞান শিখে নেওয়া যথেষ্ট নয়। যদিও বইটি কোনো হকপন্থী আলেমের হয়। কারণ শুধু বই থেকে শিখলে আমার ভুল বুঝা বা উল্টা বুঝার সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা আমি যা শিখছি তার বাস্তবিক প্রয়োগ কেমন হবে তা আমার কাছে অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। কিংবা আমার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে হঠাৎ আমার দিলে খটকা লাগতে পারে। যা হতে পারে আমার ক্ষতির কারণ।

এজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ.

ইলম হাসিল করতে হবে শেখা-শেখানোর মাধ্যমে। -সহীহ বুখারী ১/২৪

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী রাহ. বলেন-

وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ فِقْهَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الْعُلَمَاءِ، لَا مِنَ الصُّحُفِ.

ইলম অন্বেষণকারী দ্বীনের বুঝ ও সমঝ গ্রহণ করবে আলেমদের যবান থেকে; বই-পুস্তক থেকে নয়। -আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী ২/১৯৩

কুরআনে কারীমের এক আয়াত থেকেও বুঝা যায় ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে আসল পদ্ধতি হল আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া। ইরশাদ হয়েছে-

فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

তোমরা যদি না জানো তবে আহলে যিক্রের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও। -সূরা নাহল (১৬) : ৪৩

বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা শাতেবী রাহ. তাঁর 'আলমুআফাকাত' গ্রন্থে লিখেছেন-

قالوا إِنَّ الْعِلْمَ كَانَ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْكُتُبِ، وَصَارَتْ مَفَاتِحُهُ بِأَيْدِي الرِّجَالِ.

আহলে ইলম বলেন, ইলম (প্রথমে) সংরক্ষিত ছিল মনীষীদের বুকে। পরে তা চলে এসেছে পুস্তকে। তবে চাবি রয়ে গেছে তাদেরই হাতে। -আলমুআফাকাত, শাতেবী ১/১৪০

এজন্য শুধু বই-পত্র পড়াকেই ইলম শিক্ষার জন্য যথেষ্ট মনে করা ভুল। পড়তেও হবে, আলেমদের কাছেও যেতে হবে। তবে পড়ার চেয়ে আলেমদের কাছে গিয়ে শেখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ইলম শিক্ষার দ্বিতীয় পদ্ধতির একটি বড় মূলনীতি হচ্ছে, অপরিচিত বা যার সম্পর্কে নিজের জানাশোনা নেই- এমন কারো থেকে ইলম শিক্ষা না করা।

এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, আমি যার থেকে ইলম গ্রহণ করছি সে হকপন্থী কি-না- তা আমার জানা থাকতে হবে। অথবা জানাশোনা আছে, এমন হকপন্থী আলেম তার ব্যাপারে কী বলেন- সেটা লক্ষ করতে হবে। বিখ্যাত তাবেঈ হযরত ইবনে সীরীন রহ. বলেন-

إِنّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُم.

এই ইলম (কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম) হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং দেখে নাও, কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ। -সহীহ মুসলিম ১/১৪

হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বললেন-
خُذُوا الْعِلْمَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ
'ইলম অর্জন কর তা বিদায় নেওয়ার আগে'। সাহাবীগণ আরয করলেন-
وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَفِينَا كِتَابُ اللَّهِ؟
আল্লাহর নবী! ইলম কীভাবে বিদায় নেবে, আমাদের মাঝে তো রয়েছে আল্লাহর কিতাব?
বর্ণনাকারী বলেন, এ কথায় তিনি রুষ্ট হলেন। এরপর বললেন-
ثَكِلَتْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ أَوَلَمْ تَكُنِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمْ شَيْئًا؟ إِنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُهُ، إِنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُه
তোমাদের মরণ হোক! বনী ইসরাইলের মাঝে কি তাওরাত ও ইঞ্জীল ছিল না, কিন্তু এতে তো তাদের কোনোই উপকার হল না! ইলমের প্রস্থানের অর্থ তার বাহকগণের প্রস্থান। -মুসনাদে আহমদ ৫/২৬৬; আদদারেমী ১/৮৬, হাদীস ২৪৫

হাদীসের শুরুতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ‘ইলম গ্রহণ কর তা বিদায় নেওয়ার আগে’। এরপর ‘ইলম বিদায় নেওয়ার’ অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ইলম বিদায় নেওয়ার অর্থ আলিমগণের বিদায় নেওয়া। তাহলে এ হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমের বাহক তথা আলিমগণের নিকট থেকে ইলম গ্রহণ করতে বলেছেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ শিক্ষার প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই তাঁর সাহাবীগণের কণ্ঠে।

হযরত আবুদ দারদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

مَا لِي أَرَى عُلَمَاءَكُمْ يَذْهَبُونَ وَجُهَّالَكُمْ لَا يَتَعَلَّمُونَ؟ تعلَّموا قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، فَإِنَّ رَفْعَ الْعِلْمِ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ

হায়! তোমাদের আলিমগণ বিদায় নিচ্ছেন কিন্তু তোমাদের বে-ইলম শ্রেণি ইলম অর্জন করছে না। ইলম উঠিয়ে নেওয়ার আগেই ইলম হাসিল কর। ইলম উঠিয়ে নেওয়ার অর্থ আলিমদের প্রস্থান। -আদ দারেমী ২৫১

শুধু একটি উদাহরণ দেওয়া হল। হাদীসের কিতাবে এরকম আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। এটি হচ্ছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীসের একটি শিক্ষা। ঐ হাদীস থেকে দ্বিতীয় যে বিষয়টি জানা যাচ্ছে, তা হচ্ছে, শুধু গ্রন্থ নির্ভুল ইলমের জামিন নয় এবং শুধু গ্রন্থ-নির্ভরতা ইলম অর্জনের সঠিক উপায় নয়। এমনকি তা আসমানী কিতাব হলেও না। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জ্বলন্ত বাস্তবতার- তাওরাত ও ইঞ্জিলের উদাহরণ দান করেছেন। বনু ইসরাইলের মাঝে তো তাওরাত ও ইঞ্জিল ছিল। কিন্তু যোগ্য বাহকগণের বিদায় নেওয়ার পর তাদের সুযোগ্য উত্তরসূরীর অভাবে শুধু তাওরাত-ইঞ্জিলের আসমানী ইলম থেকেই ঐ জাতি বঞ্চিত হয়নি খোদ তাওরাত-ইঞ্জিলের মূল পাঠই হারিয়ে গেছে এবং এর মর্ম ও শিক্ষাও চরম বিকৃতির শিকার হয়েছে। এমনই হয়। কিতাবের যথার্থ শিক্ষা গ্রহণে যদি মানব-মস্তিষ্ক ব্যর্থ হয় এবং কিতাবের আলোয় তার হৃদয়

ও কর্ম সংশোধিত না হয় তখন ঐ পাঠক নিজের চিন্তা ও রুচির আলোকে কিতাব ‘সংশোধনে’ প্রয়াসী হয়ে ওঠে। এভাবে এবং আরো বিভিন্নভাবে তাহরীফ ও বিকৃতির সূত্রপাত ঘটে। আর এতো বলাই বাহুল্য যে, কিতাবের সঠিক মর্ম ও শিক্ষা অনুধাবন ও গ্রহণের জন্য এমন প্রাজ্ঞ ও আদর্শ শিক্ষকের প্রয়োজন যিনি হবেন সব অর্থে ঐ কিতাবের বাহক। নতুবা কিতাব জ্ঞান ও আলোর সূত্র হওয়া সত্ত্বেও গ্রহণের উপায় সঠিক না হওয়ার কারণে কিতাবের পাঠক কিতাবের আলো থেকে বঞ্চিত থাকবে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, শুধু ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ইলম অর্জনের সঠিক পদ্ধতি নয়। এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস লক্ষ করুন।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

মানুষের উপর এমন এক যুগের আগমন ঘটবে যখন অনেক হবে পাঠকের সংখ্যা আর হ্রাস পাবে ফকীহের সংখ্যা আর ইলম তুলে নেওয়া হবে ও রক্তপাত ছড়িয়ে পড়বে। -আলমুজামুল আওসাত তবারানী, হাদীস ৩২৭৭; আলমুসতাদরাক হাকীম ৪/৪৫৭, হাদীস ৮৪১২

এ হাদীসে দুটো শব্দ আছে : القراء (আলকুররা) এটি قارئ(কারিউন) শব্দের বহুবচন। কারিউন মানে পাঠক। الفقهاء (আলফুকাহা) এটি فقيه (ফকীহুন) শব্দের বহুবচন। فقيه অর্থ বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ। তাহলে এ হাদীসে বলা হয়েছে, 'অনেক হবে পাঠকের সংখ্যা আর হ্রাস পাবে বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞের সংখ্যা।' এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, পাঠমাত্রই বিজ্ঞতা নয় এবং পাঠকমাত্রই বিজ্ঞ নয়। এ এমন এক বাস্তবতা যা উপলব্ধি করা খুবই প্রয়োজন। বিষয়টি সব যুগেই প্রাসঙ্গিক ছিল। এখন তা আরো প্রাসঙ্গিক।

এ হাদীসে পাঠকের সংখ্যা অনেক হওয়ার সাথে আরো বলা হয়েছে, 'ইলম তুলে নেওয়া হবে'। ইলম তুলে নেওয়ার অর্থ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ঐ অর্থ অনুসারে এ হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, পাঠকমাত্রই ইলমের বাহক নয়।

এ হাদীসে আরো বলা হয়েছে, 'রক্তপাত ছড়িয়ে পড়বে'। বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ আলিমের তিরোধানের সাথে এ প্রসঙ্গটির সম্পর্ক যে কত গভীর তা জ্ঞানীমাত্রই উপলব্ধি করবেন।

এ হাদীসে যে শিক্ষা এসেছে তার প্রতিধ্বনি শুনুন সালাফের কণ্ঠে :

ইমাম শাফেয়ী রাহ. বলেছেন-

مَنْ تَفَقَّهَ مِنْ الْكُتُبِ ضَيَّعَ الْأَحْكَام

যে (শুধু) বইপত্র থেকে ফিকহ অর্জন করে সে (শরীয়তের) বিধিবিধান ধ্বংস করে।-আলমাজমু' শরহুল মুহায্যাব ১/৩৮

এ কথা বলার অধিকার তো তাঁর মতো ব্যক্তিদেরই রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর ইন্তিকাল ২০৪ হিজরীতে। কত আগে, সেই হিজরী তৃতীয় শতকের শুরুতে তিনি এই জ্ঞানগত অনাচার সম্পর্কে বলেছেন এবং এর সূত্র নির্দেশ করেছেন।

সালাফের এক জ্ঞানী ব্যক্তির বাস্তবসম্মত উক্তি- من اعظم البلية تشيخ الصحيفة

'শুধু বই-পত্র উস্তাযে পরিণত হওয়া এক মহাবিপদ।'

কিছু সাধারণ মানুষ নিজেদের একজনকে নেতা বানিয়ে দ্বীনী-ব্যাখ্যা ও বিধিবিধানের মজলিস কায়েম করা ভুল

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

আল্লাহ তাআলা এলমকে এমন ভাবে তুলে নিবেন না যে বান্দাদের (অন্তর) থেকে তা তুলে নিলেন; বরং ইলমকে তুলে নিবেন আলিমদের তুলে নেওয়ার মাধ্যমে। অবশেষে যখন আলিম

থাকবে না তখন লোকেরা বেইলম লোকদের নেতা বানাবে আর তারা ইলম ছাড়া ফতোয়া দিবে। ফলে নিজেরা গোমরাহ হবে, অন্যদের গোমরাহ করবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৩

আজকাল কিছু সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ও নানা পেশায় নিয়োজিত লোকদের মাঝে এ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তারা নিজেরা নিজেরা দ্বীনী বিধান নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন এবং খেয়াল খুশি মতো নতুন নতুন সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন। একশ্রেণির তরুণের মধ্যেও এ প্রবণতা আছে। বলাবাহুল্য, এ কর্মপন্থাও উপরোক্ত হাদীসে উল্লেখিত ঐ নিন্দিত কর্মপন্থার মধ্যে পড়ে। এ জাতীয় 'গবেষণা'র বা আলোচনার পরিণাম ইলম নয়, গোমরাহী। এভাবে দ্বীনী-ইলম অর্জন করা যায় না।

ইমাম আবু হানীফা রাহ.কে জানানো হল যে,

في مسجد كذا حلقة يتناظرون في الفقه

'অমুক মসজিদে কিছু লোক একত্র হয়ে ফিকহ বিষয়ে আলোচনা করে।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন- أَلهمْ رأس ؟

তাদের কোনো মাথা (শিক্ষক) আছে কি?

বলা হল - لا

জ্বী না।

তিনি বললেন,

لا يفقهونَ أبدا

'এরা কখনো ফিকহ অর্জনে সমর্থ হবে না।'

এখানে 'শিক্ষক' মানে সত্যিই যিনি শিক্ষক হওয়ার উপযুক্ত।

দ্বীনের ব্যাখ্যা ও বিধান জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের নিকট থেকে গ্রহণ করা ভুল

জনৈক সাহাবী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন আমানত বিনষ্ট করা হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর। প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করলেন, আমানত কীভাবে বিনষ্ট করা হয়? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

যখন অযোগ্য লোকের উপর কর্মের ভার অর্পণ করা হবে তখন কেয়ামতের অপেক্ষা কর। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৯

এক বিষয়ের পণ্ডিত অন্য বিষয়ে অযোগ্য। একজন চিকিৎসক চিকিৎসা-বিদ্যায় যোগ্য হলেও প্রকৌশল শাস্ত্রে অযোগ্য। একজন প্রকৌশলী প্রকৌশল-বিষয়ে যোগ্য হলেও চিকিৎসা-শাস্ত্রে অযোগ্য। সুতরাং বিশেষ কোনো শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তির কাছে অন্য শাস্ত্রের সমাধান চাওয়া অযোগ্য লোকের উপর কর্মের ভার অর্পণ করার মধ্যেই পড়ে। এতো হল ভার অর্পণ করা।

ভার গ্রহণ করা সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা দেখুন : সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এ হাদীস আছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কারো নিকট থেকে বাইআত নিতেন তখন এই অঙ্গিকারও নিতেন যে, الاننازع الامر أهله আমরা দায়িত্বশীল (ও যোগ্য) লোকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিবাদ করব না। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭০৫৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭০৯/৪১

দ্বীনের বিষয়ের সিদ্ধান্ত দ্বীনী বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিদের উপর না ছেড়ে সাধারণ লোকদের অনুপ্রবেশ এই নিন্দিত বিবাদের শামিল।

উল্লেখ্য যে, এখানে দ্বীনী বিষয়ে ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত দেয়ার কথা বলা হচ্ছে, দ্বীনের সর্বজনবিদিত বিষয়াদি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা এবং যা সবারই জানা আছে এমন সহজ-সরল বিষয়গুলো কর্মে ও আমলে আনার জন্য আলোচনার কথা বলা হচ্ছে না। এটা কুরআন-সুন্নাহর ভাষায় 'তাযকীর' অর্থাৎ স্মরণ করানো, 'ইফতা' বা ফতোয়া দান নয়।

দ্বীনী বিষয়ে ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত যেমন জাগতিক বিষয়ের লোকদের নিকট থেকে নেওয়া ভুল তেমনি দ্বীনী ক্ষেত্রেও এক শাস্ত্রের বিষয় অন্য শাস্ত্রের লোকের নিকট থেকে নেওয়া ভুল। অনেকে ওয়ায়েজ বা আলোচকমাত্রকেই আলিম ও ফকীহ মনে করেন। অথচ দু'টো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। হাঁ, কারো মধ্যে দু'টো বৈশিষ্ট্যই থাকতে পারে। তিনি ওয়ায়েজ বা আলোচকও আবার বিজ্ঞ আলিম ও ফকীহও। কিন্তু ওয়ায়েজ বা আলোচকমাত্রকেই আলিম ও ফকীহ মনে করা ঠিক নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন-

إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ: كَثِيرٌ فُقَهَاؤُهُ، قَلِيلٌ خُطَبَاؤُهُ، قَلِيلٌ سُؤَّالُهُ، كَثِيرٌ مُعْطُوهُ، الْعَمَلُ فِيهِ قَائِدٌ لِلْهَوَى. وَسَيَأْتِي مِنْ بَعْدِكُمْ زَمَانٌ: قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ، كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ، كَثِيرٌ سُؤَّالُهُ، قَلِيلٌ مُعْطُوهُ، الْهَوَى فِيهِ قَائِدٌ لِلْعَمَلِ، اعْلَمُوا أَنَّ حُسْنَ الْهَدْيِ، فِي آخِرِ الزَّمَانِ، خَيْرٌ مِنْ بَعْضِ الْعَمَلِ

তোমরা এমন যুগে রয়েছ, যে যুগে আলিম বেশি, বক্তা ও আলোচক কম। যাঞ্চাকারী কম, দানকারী বেশি। এ যুগে কর্ম হচ্ছে প্রবৃত্তির পরিচালক। কিন্তু তোমাদের পরে অচিরেই এমন এক যুগ আসছে যখন ফকীহ হবে কম আর বক্তা হবে বেশি। অনেক হবে যাঞ্চাকারী, কম হবে দানকারী। ঐ সময় প্রবৃত্তি হবে কর্মের নিয়ন্ত্রক।... -আল আদাবুল মুফরাদ, বুখারী হাদীস ৭৮৯;

সুতরাং দ্বীনী ক্ষেত্রেও কোন বিষয় কার নিকট থেকে গ্রহণ করার সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া কাম্য। মনে রাখতে হবে, ওয়ায়েজ বা আলোচক মাত্রই বিজ্ঞ-আলিম ও ফকীহ হওয়া অনিবার্য নয়। সুতরাং কোনো কুশলী আলোচকের সুন্দর উপস্থাপনার কারণে আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে উদাসীন হওয়ার সুযোগ নেই।

এ লেখার শিরোনাম অনেক দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। আপাতত দু'চারটি কথা কল্যাণকামিতার প্রেরণা থেকে লেখা হল। আরো জানার ও বোঝার প্রয়োজন হলে কোনো বিজ্ঞ আলিমের সাহচর্য গ্রহণ করা উচিত।

উস্তাযের দীর্ঘ সাহচর্য গ্রহণ

ইলমের জন্য জরুরি হল দীর্ঘ সময় উস্তাযের সাহচর্য গ্রহণ করা। আমাদের আকাবিরগণ শুধু এক উস্তাযের কাছেই ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতেন। আরবী ভাষার বিশিষ্ট ইমাম আবু উবাইদা মা'মার ইবনুল মুসান্না রাহ. বলেন, আমি আমার উস্তায প্রসিদ্ধ আরবী ভাষাবিদ ইউনুস ইবনে আবী হাবীবের খেদমতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করেছি। -ওফাইয়াতুল আ'য়ান, ইবনে খল্লিকান ২/৪১৬

ইমাম মালেক রাহ বলেন-

كَانَ الرَّجُلُ يَخْتلِفُ إِلَى الرّجُلِ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً يَتَعَلّمُ مِنْه.

শিষ্য উস্তাযের সাহচর্যে ত্রিশ বছর আসা-যাওয়া করত এবং তার থেকে ইলম অর্জন করত। -সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবী ৮/১০৮

ইলম অর্জনের পর্বে নিয়ত পরিশুদ্ধ করা

নিয়ত বিশুদ্ধ করা

নিয়তের ওপর সকল নেক আমল নির্ভরশীল। দ্বীনী ইলম অর্জন করাও একটি নেক আমল। তাই এর জন্য আল্লাহর কাছে নেকি পাওয়া নির্ভর করে নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়ার ওপর।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّين

"সুতরাং তুমি আল্লাহর ইবাদত করো এভাবে যে, আনুগত্য হবে খালেস তাঁরই জন্য।" (সূরা-যুমার: ০২)।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "সকল আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।” (বুখারী: ০১) অর্থাৎ নিয়ত সহীহ না হলে কোন নেক আমলেরই সওয়াব পাওয়া যাবে না।

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, "যে ব্যক্তি দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে ইলম শিখবে, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।" (আবু দাউদ: ৩৬৬৪) সুতরাং ইলম অর্জন শুরু করার আগে নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী।

কাজের সময় নিয়তকে বারবার যাচাই করা দরকার যে, নিয়ত ঠিক আছে কি না? কারণ নিয়ত খুব দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। এ সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিস সুফইয়ান আস-সাওরী রহ. বলেছেন, 'নিয়তের চেয়ে মারাত্মক কোনো রোগের চিকিৎসা এ পর্যন্ত আমি করিনি। আমার নিয়ত বারবার পরিবর্তন হয়ে যেতে চায়।'

একজন তালিবুল ইলমের নিয়ত হওয়া উচিৎ- আমি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও ইলম অনুযায়ী আমল করে আখিরাতের সফলতা লাভ করার উদ্দেশ্যে ইলম শিখব। কেননা ইলম ছাড়া সঠিকভাবে আমল করা সম্ভব নয়।

**সকল আমলের ক্ষেত্রেই নিয়ত একটি বড় বিষয়। এমনকি মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয় এই নিয়তের মাধ্যমে। মুমিন এজন্যই মুমিন যে, সে ঈমান গ্রহণের ক্ষেত্রে তার নিয়ত ঠিক রেখেছে অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ঈমান এনেছে। আর মুনাফিক এই কারণেই মুনাফিক যে, সে তার ঈমানের ক্ষেত্রে নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখেনি। খালেস নিয়তের দ্বারা বাহ্যত ছোট আমলও আল্লাহর দরবারে অনেক বড় হয়ে যায়। আবার নিয়তের গড়মিলের কারণে অনেক বড় আমলও বিফলে যায়।

ইলম শিক্ষার পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বিশুদ্ধরূপে আমল করা ছাড়াও পার্থিব বহু উদ্দেশ্য সামনে চলে আসে। এজন্য নিয়তের বিষয়ে ইলম অন্বেষণকারীর খুবই সতর্ক থাকা জরুরি। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزّ وَجَلّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا.

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয় এমন ইলম (দ্বীনী ইলম) যেই ব্যক্তি পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শিক্ষা করবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৪৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৪

অন্য এক হাদীসে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا تُمَارُوا بِهِ السّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنّارَ النّار.

তোমরা এই উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না যে, এর মাধ্যমে আলেমদের সাথে গর্ব করবে বা মূর্খদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে। কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। -সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৭

বিশিষ্ট বুযুর্গ বিশর হাফী রাহ. বলেন-

لَا أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ لِمَنْ اتّقَى اللهَ وَحَسُنَتْ نِيّتُه.

পৃথিবীর বুকে ইলম অন্বেষণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো আমল সম্পর্কে আমার জানা নেই; যদি অন্বেষণকারীর নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে এবং সে আল্লাহকে ভয় করে চলে। -আলআদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ ২/৩৭

ইলম অর্জনে এ নিয়ত থাকবে যে, ইলম অন্বেষণ করা, এর জন্য মেহনত করা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এবং তিনি এতে অত্যন্ত খুশি হন। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁর আদেশ-নিষেধ জানা যায় এবং সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান লাভ করা যায়। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহর কালাম ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী জানা ও বোঝা যায়। ইলমের দ্বারা নিজের ও অন্যের সব ধরনের মূর্খতা দূরীভ‚ত হয়। সর্বোপরি ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় দ্বীন ও শরীয়তের দাওয়াত এবং দ্বীনের প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার কাজ আঞ্জাম দেওয়া যায়। সুতরাং শুধু এসব উদ্দেশ্যেই একমাত্র আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা ইলম শিক্ষা করব এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা-মেহনত করব।

আদবের পরিচয়, প্রকারভেদ ও প্রয়োজনীয়তা-

আদব এর আভিধানিক অর্থঃ

ইমাম ইবনু হাজার আসক্বালানী রহ. বলেছেন, 'আদব অর্থ উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া।' (ফাতহুল বারী: ১০/৪০০)।

আদব এর প্রকারভেদঃ

আদব দুই প্রকার।
এক. স্বভাবগত আদব।
দুই. অর্জিত আদব।

স্বভাবগত আদব: স্বভাবগত আদব হচ্ছে, মহান আল্লাহ তাআলা মানুষকে তৈরি করার সময় যে আদব বা শিষ্টাচার তার স্বভাবের মধ্যে সৃষ্টি করে দেন।

অর্জিত আদব: অর্জিত আদব হচ্ছে, যে আদব বা শিষ্টাচার মানুষের স্বভাবের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে থাকে না; বরং পরবর্তীতে সে বিভিন্ন মাধ্যমে তা শিখে নেয়।

আদব এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাঃ

ইমাম ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ রহ, লিখেছেন, 'মানুষের সাথে ভালো আচরণ ও শিষ্টাচারের দ্বারা বুঝা যায়, লোকটি বড় সৌভাগ্যবান ও সফল মানুষ। অনুরূপ মানুষের সাথে মন্দ ও অশালীন আচরণ দ্বারা বুঝা যায়, লোকটি বড় হতভাগা এবং অকৃতকার্য মানুষ। আদব বা শিষ্টাচারের কারণে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধিত হয়। অপরদিকে শিষ্টাচার না থাকার কারণে দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হতে হয়।' (মাদারিজুস সালিকীন: ২/৩৬৮

আদবের প্রতি সালাফদের গুরুত্বারোপ-

সালাফে সালেহীন আদবের বিষয়ে অনেক যত্নবান ছিলেন। তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। আদবের প্রতি সালাফদের গুরুত্বারোপ বিষয়ক কিছু বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হলো-

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস সুফইয়ান আস-সাওরী রহ. বলেছেন, 'আমাদের পূর্বসূরিদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন, যারা হাদীসের কিতাব লেখার আগে বিশ বছর পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত ও আদব অর্জনে ব্যস্ত থাকতেন।' (হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৬/৩৬১)

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক রহ. বলেছেন, 'হাদীসের কিতাব অধ্যয়নের চেয়ে আদব অর্জনের প্রয়োজন বেশি।' (আল-জামি লি আখলাকির রাওয়ী: ১/৮০)

বিখ্যাত ইমাম মালিক ইবনু আনাস রহ. কুরাইশ বংশধর জনৈক যুবককে বলেছেন, 'ইলম শিখার আগে আদব বা শিষ্টাচার শিখো।' (হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৬/৩৩০)

প্রখ্যাত আলেম ইসমাইল ইবনু উলাইয়্যাহ রহ. বলেছেন, 'ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. এর দারসে অসংখ্য ছাত্র উপস্থিত হতো। তাদের মধ্যে পাঁচশো ছাত্র হাদীস লেখত আর অবশিষ্ট ছাত্ররা তাঁর থেকে আদব বা শিষ্টাচার শিখত।' (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১১/৩১৬)

জনৈক সালাফ বলেছেন, 'যার কাজ কর্মে আদব বা শিষ্টাচার পাওয়া যায়, তার কাজ মহান আল্লাহ তাআলার কাছে আগে কবুল হয়।' (মাদারিজুস সালিকীন: ২/৩৬০)

উস্তাযের প্রতি সালাফদের আদব ও সম্মান-

উস্তাযের থেকে যেহেতু ইলম অর্জন করা হবে তাই তাঁর সাথে আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সালাফরা তাঁদের উস্তাযের সাথে কেমন আদব প্রদর্শন করতেন তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো।

বিশিষ্ট তাবিয়ী আমির আশ-শাআবী রহ. বলেন, "যাইদ ইবনু সাবিত রা. বাহনের উপর বসা ছিলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. সেই বাহনকে টেনে নেওয়ার জন্য লাগাম ধরলেন। সাথে সাথেই যাইদ ইবনু সাবিত রা. আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'তুমি লাগাম ধরছ! তুমি হচ্ছো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচাতো ভাই।' তখন তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, 'উস্তাযদের সাথে আমরা এমন আদবই প্রদশর্ন করি।" (আল-জামি লি আখলাকির রাওয়ী: ১/১০৮)

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস সুফইয়ান আস-সাওরী রহ. তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন, "জনৈক ব্যক্তি আবূ ওয়াইল রহ.কে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে বড়? আপনি নাকি রাবিআ ইবনু খুসাইম রহ.?' তিনি উত্তর দিলেন, লেন, 'আমি বয়সে বড়। আর তিনি আমার চেয়ে ইলম এর দিক দিয়ে অনেক বড়।' (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৪/১৬৩)

ইযযুদ্দিন ইবনু আবদুস সালাম রহ. মিসরে আসলে তাঁর ছাত্র শাইখ যাকিউদ্দিন আল-মুনযিরী রহ. তাঁকে অনেক বেশি আদব প্রদর্শন করতেন। এমনকি তাঁর কারণে শাইখ যাকিউদ্দীন রহ, ফাতওয়া পর্যন্ত দিতেন না। তিনি বলতেন, 'আমরা ফাতওয়া দিই উস্তায ইযযুদ্দিন ইবনু আবদুস সালাম রহ. এর অনুপস্থিতিতে। তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত হলে ফাতওয়া দেওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁরই থাকে।' (হুসনুল মুহাদ্বারাহ: ১/৩১৫)।

উস্তাযের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আদব-

ইলম অর্জন করার ক্ষেত্রে একজন তালিবুল ইলমকে অনেক আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। সেগুলোর বিবরণ সালাফগণ তাদের কিতাবাদিতে লিখেছেন। বিশেষত ইমাম নববী রাহ. এর লেখা 'আদাবুল আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম' কিতাব ও অন্যান্য আরও কিছু কিতাব থেকে এই বিষয়ে কিছু আদব পেশ করা হলো।

১. ইলম অর্জনের জন্য উপযুক্ত উস্তায নির্বাচন করা। যার দ্বীনদারি, সততা ও আল্লাহভীরুতা সম্পর্কে জানা থাকে তাঁর থেকেই ইলম শিক্ষা করা উচিত। ইমাম ইবনু সীরিন ও মালিক রহ. এবং সালাফদের আরও অনেকেই বলেছেন, 'ইলম হলো দ্বীন। সুতরাং কার থেকে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ তার প্রতি লক্ষ্য রাখো।'

২. যার কোনো উস্তায নেই, নিজে নিজে বইপত্র পড়ে ইলম অর্জন করেছে, তার থেকে ইলম গ্রহণ না করা। কারণ উস্তায ছাড়া এভাবে ইলম শিখলে তাতে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি থাকে। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী রাহ, বলেন, ইলম অন্বেষণকারী দ্বীনের বুঝ ও সমঝ গ্রহণ করবে আলেমদের যবান থেকে; শুধু বই-পুস্তক থেকে নয়। (আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ: ২/১৯৩)

৩. উস্তাযকে সম্মানের চোখে দেখা ও তাঁর যোগ্যতার ব্যাপারে আশ্বস্ত থাকা। তাহলেই উস্তায থেকে ছাত্র পরিপূর্ণ উপকৃত হতে পারবে। উস্তাযের কথা তার মনে গাঁথবে। সালাফদের অনেকেই উস্তাযের কাছে যাওয়ার সময় কিছু দান-সদকা করে দুআ করতেন, 'হে আল্লাহ, আমার থেকে আমার উস্তাযের দোষ গোপন রাখুন। তাঁর ইলমের বারাকাহ আমার থেকে দূর করে দিয়েন না।'

৪. উস্তাযের সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রাখা। উস্তাযের মতামতের সাথে নিজের মতামত না মিললেও তার মনে কষ্ট দেওয়ার মত আচরণ না করা। বরং মতভিন্নতার মাঝেও সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য ও শ্রদ্ধা-সম্মান বজায় রাখা।

৫. উস্তাযকে আদবের সাথে প্রশ্ন করা। তাঁর সম্মান বজায় রেখে তাঁর সাথে কথা বলা। কোনো বিষয় অস্পষ্ট থাকলে তাঁকে প্রশ্ন করতে বিব্রতবোধ না করা ও লজ্জা না পাওয়া; বরং তাঁর থেকে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া। যে ব্যক্তি প্রশ্ন করতে বিব্রতবোধ করে তার ইলম হয় অল্প। প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করলে ইলমের ত্রুটির কারণে পরে মানুষের কাছে লজ্জিত হতে হয়।

৬. উস্তায যদি এমন কোনো মাসআলা বা ঘটনা বলেন যা ছাত্রের আগে থেকেই জানা আছে, তবুও অন্যান্য ছাত্রদের মতোই মনোযোগ দিয়ে তা শোনা উচিৎ। এটি অন্যতম আদব। এতে তালিবুল ইলমের কল্যাণ নিহিত আছে। হয়ত দ্বিতীয়বার শোনার দ্বারা বাড়তি কিছু জানা হবে, কিংবা তা আরও ভালভাবে বুঝতে ও মনে থাকতে সহায়ক হবে।

৭. উস্তাযের নির্দেশনা মেনে চলা, তাঁর অনুগত থাকা। ঠিক যেভাবে একজন রোগী বিজ্ঞ ও কল্যাণকামী ডাক্তারের অনুগত হয়। ডাক্তারের অনুগত হওয়ার চেয়ে উস্তাযের অনুগত হওয়া অনেক বেশি প্রয়োজন। কারণ একজন শরীরের সুস্থতার প্রতি মনোযোগ দেন, অন্যজন অন্তরের সুস্থতার প্রতি।

৮. উস্তাযের ধমক ও শাসন সহ্য করা। এসব বিষয়ের কারণে তাঁর সংশ্রব এড়িয়ে না চলা। কোন অপরাধের কারণে উস্তায শাসন করলে বা ধমক দিলে ছাত্রের উচিত ক্ষমা চেয়ে নেওয়া এবং নিজের দোষ স্বীকার করা। সালাফদের অনেকেই বলেছেন, 'যে ছাত্র উস্তাযের শাসন সহ্য করতে পারে না, সে জীবনভর মূর্খতার মধ্যেই থাকে। আর যে তা সহ্য করতে পারে, দুনিয়া ও আখিরাতে সে সফলতা অর্জন করে।'

৯. কোনো উস্তায যদি নির্দিষ্ট সময়ে পড়ান তাহলে সে সময় ছাড়া অন্য সময়ে তার কাছে শিখার জন্য না আসা। এতে তিনি বিরক্ত হন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী রহ. লিখেছেন, 'যদি দেখা যায় উস্তায ঘুমাচ্ছেন তাহলে তিনি জাগ্রত না হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হবে। কোনোপ্রকার ডাকাডাকি করা যাবে না। আমাদের সালাফরা এই আদব খুব মেনে চলতেন।'

১০. উস্তাযের মুখের উপর কোনো মাসআলা বলা কিংবা আগ বেড়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকা। এক্ষেত্রে উস্তাযকেই প্রাধান্য দেওয়া। তবে যদি উস্তাযের পক্ষ থেকে অনুমতি থাকে তাহলে বলা যাবে।

১১. অপ্রয়োজনে মজলিশে উঁচু গলায় কথা না বলা এবং এদিক-ওদিক না তাকানো। অহেতুক হাসাহাসি এবং অনর্থক কথা বলা থেকেও বিরত থাকা কর্তব্য। বরং উস্তাযের কথা গুরুত্ব সহকারে শুনতে হবে।

১২. উস্তায চিন্তিত, ক্লান্ত, তন্দ্রাচ্ছন্ন বা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত থাকার সময় তাঁর কাছে পড়তে না চাওয়া এবং অনুপযুক্ত জায়গায় তাঁকে কোনো প্রশ্ন না করা। তবে যদি জানা থাকে যে, তিনি এটি অপছন্দ করবেন না তাহলে করা যাবে। উস্তাযকে অনর্থক প্রশ্ন করে বিরক্ত না করা বরং তিনি প্রফুল্ল অবস্থায় থাকার সময় তাকে প্রশ্ন করা উচিৎ।

১৩. প্রয়োজন না পড়লে বারবার উস্তায বা প্রতিষ্ঠান না বদলানো। এতে পড়াশোনাতে ঘাটতি তৈরি হয়। কারণ নতুন পরিবেশ, নতুন পদ্ধতি মানিয়ে নিতে সময় লাগে।

সহপাঠীদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আদব-

১. নেককার ও ইলমের প্রতি আগ্রহী সহপাঠী নির্বাচন করা। এমন সহপাঠী ইলমের পথে সহায়তাকারী হয়।

২. উস্তাযের দারস থেকে যেসব বিষয় জানা হয়েছে সহপাঠীদের সাথে তা তামরিন, আলোচনা ও পর্যালোচনা করা। এর ফলে ইলমের মধ্যে বরকত হয় এবং তাতে নূর আসে। তাছাড়া অনুশীলন করলে ইলম আরও পোক্ত হয়। পাশাপাশি মহান আল্লাহ তাআলার কাছে প্রতিদান তো আছেই।

৩. দারসের অন্যান্য ছাত্রদের সাথে হিংসা না করা। কাউকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করা।

৪. সহপাঠীর কোন প্রয়োজন হলে তার পাশে থাকা ও সহায়তা করা।

৫. সহপাঠীকে যথাযথ সম্মান দেওয়া। যদিও সে বয়সে ছোট হয়।

৬. একসাথে থাকা হলে অন্যের জিনিসপত্র তার অনুমতি ছাড়া না নেওয়া। কোন বিশেষ প্রয়োজনে যদি তার অবর্তমানে নিতেই হয় তাহলে পরবর্তীতে তাকে জনানো।

৭. অন্যান্য সহপাঠীদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করা। কোন কিছু না বুঝলে সহায়তা করা এবং কেউ পিছিয়ে পড়লে তার মনে সাহস যোগানো।

৮. নিজের কোন কর্মের মাধ্যমে অন্যদের বিরক্তির কারণ না হওয়া।

৯. কেউ অশোভন কিছু করলে সবর করা এবং হিকমতের সাথে তা সংশোধন করার চেষ্টা করা কিংবা তা সম্ভব না হলে উস্তাযকে ইসলাহের নিয়তে জানানো। এটি গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

তালিবুল ইলমের নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আদব-

১. ইলম অর্জন শুরু করার পূর্বে নিজের কলব বা অন্তরকে গুনাহের নাপাকি থেকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করা। যাতে করে সেই অন্তরে ইলম স্থান করে নিতে পারে এবং তা ফলপ্রসু হতে পারে। অন্তরকে কৃষকের ফসলী জমির সাথে তুলনা করে উলামায়ে কিরাম বলেন, 'ফসল ফলানোর জন্য জমিনকে যেমন আগাছা মুক্ত করতে হয় ইলম অর্জনের জন্য তেমনি অন্তরকে গোনাহ থেকে পবিত্র করতে হয়।'

২. ইলম অর্জনের পথে মনোযোগ বিনষ্টকারী সকল মাধ্যম থেকে নিজেকে দূরে রাখা। সবসময় অজু ও পবিত্রতার সাথে ইলম অর্জন করার চেষ্টা করা। এতে করে ইলমে নূর আসে।

৩. সদা নম্র ও বিনয়ী হওয়া। নম্রতা ও বিনয় দ্বারাই ইলম অর্জন সম্ভব। সাধারণ অবস্থাতেও আমাদেরকে বিনয়ী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সুতরাং ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

৪. সব সময় ইলম শিখার প্রতি আগ্রহী থাকা। সামান্য সময়ও যেন অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় না হয়। তবে প্রয়োজনে ক্লান্তি দূর করার জন্য বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে। ওই ব্যক্তি বুদ্ধিমান নয়, যে নবী কারীম সা. এর ইলমের উত্তরাধিকারী হওয়ার সুযোগ পেয়েও হাত ছাড়া করল। ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর রহ. এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, 'আরাম-আয়েশ করে ইলম অর্জন সম্ভব না।'

৫. বেশি জানার সুযোগ থাকলে অল্প জেনেই সন্তুষ্ট না হওয়া। ইলমের জন্য মেহনত করতে অলসতা না করা। কোনো কিছু শিখতে বিলম্ব না করা। চাই ওই বিষয়টা ছোট হোক না কেন। কারণ, শিখতে বিলম্ব করাই হচ্ছে ছাত্রদের জন্য মহা বিপদ।

৬. অবসরে, মন প্রফুল্ল থাকার সময়ে, যৌবনকালে এবং বিভিন্ন ব্যস্ততায় জড়ানোর আগেই ইলম অর্জন করার জন্য সময় ব্যয় করা। ইমাম শাফিয়ী রহ. বলেছেন, 'ব্যস্ততা আসার আগে ইলম অর্জন করে নাও। কারণ ব্যস্ত হয়ে গেলে আর সুযোগ হবে না।'

৭. উস্তাযের দারস থেকে যা শেখা হয় তা বারবার পড়া। ইমাম বুখারী রাহ.কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কীভাবে তিনি হাদীস শাস্ত্রে এত পারদর্শী হলেন? তিনি বলেছিলেন, পঠিত জিনিস তিনি বারবার স্মরণ করতেন, আলোচনা (তাকরার) করতেন। ইমাম খতীব বাগদাদী রহ বলেছেন, 'তামরিন/অনুশীলনের জন্য উপকারী সময় হলো রাত। আমাদের সালাফরা রাতেই এটি করতেন। বেশিরভাগ সালাফরা শুরু করতেন মাগরিবের সালাতের পর থেকে। কাউকে এমনও দেখা গেছে তারা ফজর পর্যন্ত পড়াশোনায় লিপ্ত থাকতেন।'

৮. ইলম শিক্ষার ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম কুরআন শিখাকে স্থান দেওয়া। কারণ এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইলম। তারপর একেএকে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা নেওয়া। যেমন, আরবীভাষা, নাহু-সরফ, ফিকহ, হাদীস, উসুল ইত্যাদি।

৯. প্রতিটি বিষয়কে প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে জানা। তারপর বিস্তারিত জানার দিকে অগ্রসর হওয়া। শুরুতেই বিস্তারিত জানতে গেলে অনেক সময় কঠিন মনে হয় বা বিরক্তি চলে আসে। ফলে ইলম অর্জন করার আগ্রহ বিনষ্ট হয়ে যায়।

১০. আলেমগণের বৈধ ইখতিলাফকে নিজের ব্যস্ততার কারণ না বানানো। এটি তালিবুল ইলমের মূল্যবান সময় বিনষ্টকারী এবং ইলম অর্জনের পথে অনেক বড় অন্তরায়।

ইলমের উপকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু আদব-

ইলম অর্জন করার জন্য ইলমের উপকরণের প্রতিও আদব রক্ষা করতে হয়। এমন কিছু আদব তুলে ধরা হলো-

১. ইলমের উপকরণকে যথাযথ সম্মান করা। যেমন, কিতাব, কলম, খাতা, টেবিল, কাগজ ইত্যাদি।

২. কিতাবের দিকে পা ছড়িয়ে না বসা।

৩. পড়ার জায়গা চিহ্নিত করার জন্য কিতাবের পাতা না মুড়ানো; বরং বুকমার্ক ব্যবহার করা।

৪. ভেতরে কলম রেখেই কিতাব বন্ধ না করা।

৫. কিতাব-খাতার গায়ে অযথা আঁকিঝুঁকি করে শ্রী নষ্ট না করা। তবে প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনি লেখা বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে আন্ডারলাইন করা যাতে পারে।

৬. কিতাবের ওপর চায়ের কাপ বা গ্লাস না রাখা। কিতাবের গায়ে ভর না দেওয়া।

৭. কিতাবপত্র সবসময় সাজিয়ে রাখা। উপর-নিচ করে রাখার ক্ষেত্রে মর্যাদা অনুপাতে সাজানো। যথা- প্রথমে কুরআন-তাফসীর, তারপর হাদীস, তারপর ফিকহ, তারপর আরবীভাষা-নাহু-সরফ-বালাগাত ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়ের বইপত্র রাখা।

৮. কলম-খাতা-কিতাব ইত্যাদি অন্যকে দিতে হলে ছুঁড়ে না মারা; বরং আদবের সাথে দেওয়া।

- **ইলম অন্বেষণে যেসব বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি জরুরি-**

ইলম অর্জনের জন্য দরকার মেহনত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَمْ يُولَدْ عَالِمًا، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّم.

তোমাদের কেউই আলেম হয়ে জন্ম লাভ করে না। ইলম তো হাসিল হয় শিক্ষা করার মাধ্যমে। -আলমাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা, বায়হাকী ১/২৬৭

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার এত বিপুল ইলম কীভাবে অর্জিত হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন-

بِلِسَانٍ سَؤُولٍ، وَقَلْبٍ عَقُولٍ.

অধিক জিজ্ঞাসাকারী যবান ও সজাগ হৃদয়ের মাধ্যমে। -ফাযাইলুস সাহাবাহ, ইমাম আহমাদ ২/৯৭০; আলআহাদু ওয়াল মাছানী, ইবনু আবী আছেম ৩/২৯৩

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে কষ্ট-মুজাহাদা শিকার করার ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন অল্প বয়সী সাহাবীদের একজন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তিনি বড় বড় সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম অন্বেষণ করতেন। আর এলাকার সমবয়সী ছেলেদেরকেও বলতেন, চল আমরা সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম শিক্ষা করি। কেননা তাঁরা তো এখন অনেকেই জীবিত। বন্ধুরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত, এত বড় বড় সাহাবী থাকতে কি মানুষেরা তোমার ইলমের মুখাপেক্ষী হবে? ফলে তারা যেত না আর তিনি গিয়ে সাহাবীদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করতেন।

তিনি বলেন, আমি যখন শুনতাম অমুক সাহাবীর কাছে ইলম আছে তাঁর বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতাম। কোনো সময় এমনও হত যে, সাহাবীর আসতে দেরি হচ্ছে আর আমিও ক্লান্ত। তখন আমি তাঁর অপেক্ষায় আমার চাদরখানাকে বালিশ বানিয়ে তাঁর দরজায় শুয়ে পড়তাম। আর বাতাসে ধূলা উড়ে এসে আমার শরীর ধূলা ধূসরিত হয়ে যেত। যখন সাহাবী বাড়ি থেকে বের হয়ে তাঁর দরজায় আমাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখতেন; তখন বলতেন, আয় আল্লাহ! নবীজীর চাচাত ভাইয়ের এ কী অবস্থা! আমাকে সম্বোধন করে বলতেন, আপনার কোন্ জিনিসের প্রয়োজন? আমার কাছে খবর পাঠালে আমি নিজেই আপনার বাড়িতে গিয়ে হাযির হতাম। তখন আমি বলতাম, কখনোই না। আমিই আপনার কাছে আসার বেশি মুখাপেক্ষী। এরপর আমি তাঁর থেকে হাদীসের জ্ঞান হাসিল করতাম।

একসময় যখন বড় বড় সকল সাহাবা একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন লোকজন দ্বীনী জ্ঞান হাসিল করার জন্য আমার চারপাশে ভিড় জমাতে লাগল। তখন ঐ আনসারী ছেলেরা আমাকে দেখে বলত-

كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنَّا.

এই যুবকই আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল। -সুনানে দারেমী, হাদীস ৫৯০; তবাকাতু ইবনে সা'দ ২/২৮৪

সময়ই হল যিন্দেগীর رأس المال বা মূলধন। সময় যাচ্ছে মানে আমার যিন্দেগীও শেষ হচ্ছে। তাই আকলমান্দের কাজ হল সময়ের সঠিক মূল্যায়ন। শুধু সময়ের অপচয় থেকে বেঁচে থাকা যথেষ্ট নয়, বরং আমাদেরকে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে এবং তার إثمار ও إنتاج -ও করতে হবে। আর তা হতে পারে নিম্নোক্ত পন্থাগুলো অবলম্বন করলে–

- **ইখলাস**

যে কোনো কাজ আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার জন্য এবং কাজের মধ্যে নূর ও বরকত আনার জন্য প্রথম শর্তই হল নিয়ত সহীহ করা এবং নিজের মধ্যে ইখলাস পয়দা করা।

ইলম আল্লাহ তাআলার অতি গুরুত্বপূর্ণ মহা নিআমত। যাকে আল্লাহ তাআলা এ নিআমত দান করেন, তাকে তিনি বিশেষ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। এই ইলম কেবলই আল্লাহর জন্য; অন্য কোনো কিছুর জন্য নয়। সুতরাং আমি ইলম অর্জন করব, যাতে আমি আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ করতে পারি, তাঁর বিধিবিধান ও আদেশ-নিষেধ জানতে পারি, তাঁর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি বুঝতে পারি এবং সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর থাকতে পারি।

আমি ইলম অর্জন করব; কারণ ইলমের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কালাম ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বোঝার যোগ্যতা অর্জন করা যায়। ইলমের মাধ্যমে নিজের ও অন্যের সব ধরনের জাহালাত ও মূর্খতা দূর করা যায়। কোন্টা হেদায়েত আর কোন্টা গোমরাহী তা পার্থক্য করা যায়। সর্বোপরি ইলম দ্বারা আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় দ্বীন ও শরীয়তের দাওয়াত এবং দ্বীনের প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার কাজ আঞ্জাম দেওয়া যায়।

দুনিয়াবী কোনো স্বার্থ হাসিলের চিন্তা যেন আমার মাথায় না থাকে। হাদীস শরীফে এ বিষয়ে কঠিন ধমকি ও সতর্কবাণী রয়েছে।

অতএব একজন তালিবে ইলমের প্রথম কর্তব্য, নিজের মধ্যে ইখলাস পয়দা করা এবং নিয়ত সহীহ করা। সেইসঙ্গে নিয়তের তাজদীদ করতে থাকা। তাজদীদে নিয়তের একটি সহজ উপায় আমাদের মুরব্বিগণ বাতলে দিয়েছেন। উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নুমানী রাহ. (১৩৩৩ হি.-১৪২০ হি.) বলতেন, 'প্রতিদিন সকালে যখন কাজ শুরু করবে তখন নতুন করে নিয়ত বিশুদ্ধ করবে।' উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ

তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমও এই নসীহত করেছেন। ১৪৩০ ও ১৪৩১ হি.-এর বাংলাদেশ সফরে তিনি তালিবে ইলমদের খাস মজলিসে বলেছিলেন–

'প্রতিটি দিনের শুরু এভাবে করুন যে, সকালে অতি বিনয় ও কাতরতার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করবেন– হে আল্লাহ! আপনি দয়া করে আমাকে আরো একটি দিন দান করেছেন।

হে আল্লাহ! এ দিনটিকে আপনার মর্জি মোতাবেক অতিবাহিত করার তাওফীক দান করুন।

হে আল্লাহ! আমি নিয়ত করেছি, এই দিনটি আপনার মর্জি মোতাবেক কাটাব; আপনার কোনো নাফরমানী করব না। হে আল্লাহ আপনি তাওফীক দান করুন।'

নিয়ত সহীহ রাখার জন্য আরেকটি বিষয় জরুরি। তা হল, এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো সর্বদা স্মরণে থাকা চাই। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি হাদীস পেশ করা হল–

জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا تُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارَ النَّار.

তোমরা ইলম এজন্য অর্জন করো না যে, এর মাধ্যমে তোমরা আলেমদের সাথে গর্ব করবে বা মূর্খদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। –সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৭

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِه وَجْهُ اللهِ، لَا يَتَعَلَّمُه إِلَّا لِيُصِيبَ بِه عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَة.

যে ইলম দ্বারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা হয়, সে ইলম যে ব্যক্তি পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য লাভের আশায় অর্জন করবে, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৪৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৪

আর ওই হাদীসটি তো খুবই প্রসিদ্ধ। তা হল, হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তির বিচার করা হবে। তাদের একজন সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَه وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِه فَعَرَّفَه نِعَمَه فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُه وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِه فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِه حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

আরেক ব্যক্তি, যে ইলম শিখেছে, অন্যকে শিখিয়েছে এবং কুরআন পড়েছে। তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর নিআমতসমূহের কথা তার সামনে তুলে ধরবেন এবং সে সবগুলো স্বীকার করবে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, তুমি এতসব নিআমতের বিনিময়ে কী আমল করেছ? সে বলবে, আমি আপনার জন্য ইলম শিখেছি, অন্যকে শিখিয়েছি এবং আপনার জন্য কুরআন পড়েছি। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। বরং তুমি ইলম শিখেছ, যাতে তোমাকে আলেম বলা হয় এবং কুরআন পড়েছ, যাতে তোমাকে কারী বলা হয়। আর তোমাকে তো দুনিয়াতে এরকম বলা হয়ে গেছে। তারপর আল্লাহ তাআলা ওর ব্যাপারে আদেশ করবেন; তখন তাকে চেহারা মাটিতে হেঁচড়িয়ে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯০৫

ইত্তিবায়ে সুন্নত

জীবনকে অর্থবহ ও বরকতপূর্ণ করতে ইত্তিবায়ে সুন্নতের বিকল্প নেই। সেজন্য ইবাদাত, মুআমালাত, মুআশারাত, আখলাক– এককথায় যিন্দেগীর সকল ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ও আদর্শ কী– তা জানা সকল মুসলমানের জন্য জরুরি।

এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মুতালাআর জন্য পড়া যেতে পারে– হযরত ডা. আবদুল হাই আরেফী রাহ.-এর কিতাব–

اسوۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم এবং শায়েখ সালেহ আহমাদ শামী হাফিযাহুল্লাহর مِن مَعِينِ الشمائل।

ইহসান

হাদীসে জিবরীলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّه يَرَاكَ.

অর্থাৎ ইহসান এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ, তবে তিনি তো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮

নবীজীর এই ইরশাদের সারমর্ম হল, মুমিন যেন তার ইবাদতে (সেইসঙ্গে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে) আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ রাখে। সর্বাবস্থায় তার অন্তরে যেন এই কথা জাগ্রত থাকে যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন, শুনছেন এবং তার প্রতিটি কর্ম পর্যবেক্ষণ করছেন–

وَ هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

তোমরা যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যা-কিছুই কর, তিনি তা দেখেন। –সূরা হাদীদ (৫৭) : ৪

ইতকান

যে কোনো কাজ সুন্দরভাবে ও সুচারুরূপে আঞ্জাম দেওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ সুন্নত। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَه.

আল্লাহ তাআলা ভালবাসেন– তোমাদের কেউ যখন কোনো কাজ করে, সে যেন তা নিখুঁতভাবে করে। –মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ৪৩৮৬

সেজন্য একজন তালিবে ইলমের কর্তব্য, তার দৈনন্দিনের সমস্ত কাজ সুন্দরভাবে করা। দরস, মুতালাআ, তাকরার, তামরীন, ইজরা, এমনিভাবে নিজের ও মাদরাসার সাফাই এবং প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ইন্তেযামী কাজ ও দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দেওয়া। মনে রাখতে হবে, অলসতা, গুরুত্বহীনতা ও যেনতেনভাবে কাজ করা কোনো তালিবে ইলমের চরিত্র হতে পারে না।

জিদ্দিয়্যাত ও নাশাত

মুমিনের যিন্দেগীতে জিদ্দিয়্যাত ও নাশাত অত্যন্ত জরুরি। মুমিনকে হতে হবে جادّ ও نشيط। তার প্রতিটি কাজ হবে সুচিন্তিত ও উদ্দীপনাপূর্ণ।

জিদ্দ-এর বিপরীত হল হায্ল। হায্লের যিন্দেগী মানে যে যিন্দেগীতে কোনো ফিকির নেই, মুহাসাবা নেই, মুরাকাবা নেই। মাঝিবিহীন নৌকার মতো। চলছে তো চলছেই; কোনো লক্ষ্য নেই।

অর্থাৎ লাগামহীন যিন্দেগী। গাফলত ও উদাসীনতার যিন্দেগী।

কাজেই হায্লের যিন্দেগী পরিহার করতে হবে এবং জিদ্দিয়্যাত ও নাশাতের যিন্দেগী গ্রহণ করতে হবে। সবকিছুকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে এবং নিয়মিত হিসাব নিতে হবে– আমি করণীয়গুলো যথাযথভাবে পালন করছি কি না? আমার নামায, ইবাদত, তিলাওয়াত, দরস, তাকরার, তামরীন, মুতালাআ, খেদমত, আদব-আখলাক ইত্যাদি ঠিক আছে কি না? এরপর কেথায় কোথায় দুর্বলতা ও ত্রুটি আছে সেগুলো চিহ্নিত করে সংশোধন করতে হবে। প্রয়োজনে উস্তাযের সঙ্গে মশওয়ারা করতে হবে।

গাফলত ও উদাসীনতা অনেক বড় রোগ। এই রোগ মানুষকে একদম অথর্ব করে দেয়। তাই এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো এই দুআ বেশি বেশি পড়তে হবে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا.

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

–সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭২২

সকাল-সন্ধ্যায় এই দুআর ইহতিমাম করা–

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَال.

–সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫৫৫

এগুলোর সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যার আরো যেসব দুআ রয়েছে সেগুলোর প্রতিও যত্নবান হওয়া।

هزل এর একটা খতরনাক দিক হল, শুধু শেখার জন্য শেখা এবং অর্জিত ইলমকে নিজের জিন্দেগীতে বাস্তবায়ন না করা। আমাদের আসলাফ ও আকাবিরের জিন্দেগী এমন ছিল না। হাসান বসরী (১১০ হি.) রাহ. বলেন–

كَانَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ العِلْمَ، فَلاَ يَلْبَثُ أَنْ يُرَى ذَلِكَ فِي تَخَشُّعِهِ، وَزُهْدِهِ، وَلِسَانِهِ، وَبَصَرِهِ.

অর্থাৎ পূর্বেকার মনীষীগণের অবস্থা ছিল, তাদের কেউ কোনো ইলম হাসিল করলে সঙ্গে সঙ্গে সেটির প্রভাব তার আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও চাহনিতে প্রকাশ পেত। –সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ. ৪ পৃ. ৫৮৩

হিলম ও আনাত

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশাজ্জ রা.-এর প্রশংসা করে বলেছেন–

إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ، وَالْأَنَاةُ.

তোমার মধ্যে দুটি গুণ আছে, যা আল্লাহর পছন্দ– সহনশীলতা ও ধীরস্থিরতা। –সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭

তালিবে ইলমের মধ্যে এ দুটি গুণ থাকা অপরিহার্য। কারণ ইলম হাসিলের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল তাসাব্বুত। তাসাব্বুত অর্থ, যাচাই-বাছাই করে সঠিক বিষয় পর্যন্ত পৌঁছা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে সঠিক বিষয়ের ওপর অবিচল থাকা। আর এর জন্য জরুরি হল ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা এবং ধৈর্য ও সতর্কতার সঙ্গে সঠিক বিষয় পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টা করা।

অস্থিরতা ও ত্বরাপ্রবণতা নিন্দনীয়। এই প্রবণতা যার মধ্যে থাকে, সাধারণত তার কাজে কোনো না কোনো অসঙ্গতি বা ভুল থেকেই যায়। তাই তালিবে ইলমকে এ বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে এবং হিল্ম ও আনাত– এ দুটি গুণ হাসিল করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

ইনহিমাক

আলমু'জামুল ওয়াসীতে ইনহিমাক শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে–

(اِنهَمَكَ) فلَانٌ فِي الْأَمر : جَدَّ وثَابَرَ فِيهِ برَغبةٍ وحِرص.

অর্থাৎ আগ্রহ, উদ্দীপনা ও অনুরাগের সঙ্গে কোনো কাজে অনুক্ষণ ডুবে থাকা।

আর এর জন্য অত্যাবশ্যকীয় হল, কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে, এমন সবকিছু থেকে দূরে থাকা। একেই বলে ইনহিমাক।

অতএব ইনহিমাকের জন্য দুটি বিষয় জরুরি–

১. কাজের প্রতি অন্তরে ভালবাসা ও আগ্রহ থাকা।

২. কাজে বা মনোযোগে বিঘ্ন ঘটাতে পারে– এমন যে কোনো জিনিস থেকে বিরত থাকা।

যার মধ্যে ইনহিমাক থাকবে, সে-ই ইলমের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে এবং ইলমের বরকত সে-ই হাসিল করতে পারবে।

ইমাম বুখারী রাহ.-এর কাছে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির উপায় জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন–

لاَ أَعْلَمُ شَيْئاً أَنْفَعَ لِلْحفظِ مِنْ نَهْمَةِ الرَّجُلِ، وَمُدَاوِمَةِ النَّظَرِ.

প্রচণ্ড আগ্রহ ও অখণ্ড অভিনিবেশের চেয়ে অধিক উপকারী কিছু আছে বলে আমার জানা নেই। –সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবী ১২/৪০৬

এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা রাহ.-কে জিজ্ঞেস করেছিল–

بِمَ يُستعان على الفقه حتى يُحفظ؟

এমন কী উপায় আছে, যার মাধ্যমে ফিকহ হাসিল করা যাবে, এমনকি তা আত্মস্থ হয়ে যাবে?

তিনি বললেন–

بِجَمْع الهَم.

একাগ্রচিত্ত হওয়ার মাধ্যমে।

লোকটি বলল–

وبِمَ يُستعان على جَمْع الهَم؟

একাগ্রচিত্ত হওয়ার উপায় কী?

তিনি বললেন–

بِحَذْفِ العَلائق.

বাধা ও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের মাধ্যমে।

সে বলল–

وبِمَ يُستعان على حَذْفِ العَلائق؟

প্রতিবন্ধকতা দূর হবে কীভাবে?

তিনি বললেন–

بِأخذِ الشيءِ عندَ الحاجة، ولا تَزِد.

কোনো কিছু কেবল প্রয়োজনের সময় গ্রহণ করবে, এর বেশি নয়। –আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী, সায়মারী, পৃ. ২২

ইলমের প্রতি অনির্বাণ তৃষ্ণা

ইমাম বুখারী রাহ. এটাকেই ব্যক্ত করেছেন نَهْمَة শব্দ দিয়ে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

مَنْهُومَانِ لا يَشْبَعَانِ طَالِبُ عِلْمٍ وَطَالِبُ دُنْيَا.

দুই লোভাসক্ত কখনো তৃপ্ত হয় না– ইলম অন্বেষী এবং দুনিয়া অন্বেষী। –মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৪৮৮০; আলকামিল, ইবনে আদী ৭/৫৫৮

পার্থিব বিষয়ে অল্পেতুষ্টি কাম্য। পক্ষান্তরে ইলমের ক্ষেত্রে চাই অনির্বাণ তৃষ্ণা। 'তালিবানে ইলম : পথ ও পাথেয়' কিতাবে এ সম্পর্কে একাধিক লেখা রয়েছে। আশাকরি তালিবে ইলম ভাইগণ কোনো এক অবসরে সেগুলো পুনরায় পড়ে নেবেন।

ইহতিসাব ও ইনাবাত

احتساب মানে আল্লাহর কাছে সওয়াবের প্রত্যাশা করা। আর إنابة মানে আল্লাহমুখী হওয়া। ইহতিসাব মানুষকে আল্লাহমুখী করে। ইহতিসাব না থাকলে উজ্ব ও আত্মতুষ্টি তৈরি হয়, যা মানুষকে আল্লাহ-বিমুখ করে দেয়; ফলে সে আল্লাহর রহমত ও নুসরত থেকে দূরে সরে যায়। সে জন্য আমাদের মেহনতও করতে হবে, আবার আল্লাহর দরবারে দুআ-ইস্তিগফার ও কান্নাকাটি-রোনাজারিও করতে হবে। অন্তরে আল্লাহর কাছে সওয়াবের প্রত্যাশা রাখতে হবে।

তাকওয়া ও তাহারাত

যিন্দেগীকে বরকতপূর্ণ করা ও বেবরকতী থেকে রক্ষা করার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হল তাকওয়া– আল্লাহ তাআলার ভয়। তাকওয়া অবলম্বনের দ্বারা যিন্দেগী সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا.

যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করে চলবে, আল্লাহ তার কাজ সহজে সমাধান করে দেন। –সূরা তালাক (৬৫) : ৪

আরো বলেন–

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا، وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য সংকট থেকে উত্তরণের পথ তৈরি করে দেবেন। এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দেবেন, যা তার ধারণারও বাইরে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করবে, আল্লাহ্ই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর কাজ পূরণ করবেনই। আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

–সূরা তালাক (৬৫) : ২-৩

তালিবে ইলমের জন্য তো তাকওয়া ও খোদাভীতি অত্যন্ত জরুরি। কারণ তার ইলম ও মেহনতে বরকতই হবে না, যদি সে গুনাহ থেকে না বাঁচে এবং তার অন্তরে আল্লাহর ভয় না থাকে।

ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (১৯৭ হি.) রাহ. সম্পর্কে প্রসিদ্ধ, তিনি প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। একবার ইমাম আলী ইবনে খাশরাম (২৫৭ হি.) রাহ. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হিফযশক্তি বৃদ্ধির কোনো ওষুধ আছে কি না? তিনি বললেন–

إِنْ عَلَّمْتُكَ الدَّوَاءَ، اسْتَعْمَلْتَه؟

আমি যদি তোমাকে হিফযশক্তি বৃদ্ধির ওষুধ শিখিয়ে দিই, তুমি কি তা ব্যবহার করবে?

তিনি বললেন–

إِيْ وَاللهِ.

আল্লাহর কসম, অবশ্যই!

তখন ওয়াকী রাহ. বললেন–

تَرْكُ المَعَاصِي، مَا جَرَّبْتُ مِثْلَه لِلْحِفْظِ.

সেই ওষুধ হল, গুনাহ বর্জন। আমার অভিজ্ঞতায় হিফযশক্তির জন্য এর মতো কার্যকরী কোনো কিছু নেই। –সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৯/১৫১

গুনাহের কারণে ইলমের নূর শেষ হয়ে যায়। ইমাম মালেক রাহ. তাঁর শাগরিদ ইমাম শাফেয়ী রাহ.-কে নসীহত করেছিলেন–

إنّ الله عز وجل قد أَلْقَى على قلبك نورًا، فلا تُطْفئه بالمعصية.

আল্লাহ তাআলা তোমার অন্তরে আলো দান করেছেন। তুমি গুনাহ করে সেটাকে নিভিয়ে দিয়ো না। –মানাকিবুশ শাফেয়ী, বায়হাকী, পৃ. ১০৪

অতএব আমাদেরকে সবধরনের গুনাহ থেকে বাঁচতে হবে। বিশেষত চোখের গুনাহ, কানের গুনাহ ও যবানের গুনাহের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবধরনের গুনাহ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করতে হবে। কখনো গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তওবা-ইস্তিগফার করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। কারণ তওবাবিহীন হালতে বারবার গুনাহ করতে থাকা বরবাদীর কারণ। তাই কোনো গুনাহের ক্ষেত্রে যদি এমন অবস্থা হয় যে, সেটা থেকে নিজে নিজে বেঁচে থাকা সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে অবশ্যই নিজের উস্তাযের সঙ্গে পরামর্শ করবে। সমস্যা নিজের ভেতরে রেখে বসে থাকবে না; এতে সমস্যা আরো বড় আকার ধারণ করে।

তালিবে ইলম ভাইদের প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা জাওয়াল থেকে নিজেদের দূরে রাখুন।

দেখুন, জাওয়ালের একটা খারাবি তো হল, এর দ্বারা চোখ ও কানের গুনাহসহ বিভিন্ন ধরনের গুনাহ হয়। তালেবে ইলমদের ইনহিমাক ও তলবে ইলমের মাদ্দাহ নষ্ট হয়। তবে এর আরেকটা বড় খারাবি হল, এর দ্বারা খেয়ানতদারি এবং মাদরাসার সঙ্গে চুক্তিভঙ্গের গুনাহ হয়। আমার জানামতে, সব মাদরাসাতেই তালিবে ইলমদের জন্য জাওয়াল ব্যবহার নির্ষিদ্ধ। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ছাত্ররা এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েই দাখেলা নেয় যে, তারা জাওয়াল ব্যবহার করবে না। কিন্তু এর পরও যদি কোনো ছাত্র মাদরাসায় জাওয়াল ব্যবহার করে –হোক সেটা সাধারণ জাওয়াল– তাহলে নিঃসন্দেহে সে খেয়ানতদারিতে লিপ্ত হল এবং মাদরাসার সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করল। সুতরাং একথা ভেবে নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই যে, আমি তো জাওয়ালে গুনাহের কিছু করি না। কারণ মাদরাসায় বেআইনীভাবে জাওয়াল রাখাটাই একটা অপরাধ ও গুনাহ। আর এই গুনাহে একজন ভাবলেশহীনভাবে লিপ্ত থাকবে আর তার ইলম

ও আমল এবং সময় ও মেহনতেও বরকত হতে থাকবে– এমনটা ভাবা ভুল। তাই তালিবে ইলম ভাইদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা নিজেদের হাতে নিজেদের যিন্দেগীর বরকত নষ্ট করবেন না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন। আমাদের সকল কাজে রহমত ও বরকত নাযিল করুন। আমাদের সকল কাজে নূরানিয়াত ও গভীরতা দান করুন এবং উপরের বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হওয়ার তাওফীক দান করুন– আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

.

ইলম অর্জনের সাহাবীদের ত্যাগ-

আবু হুরাইরা (রা) ত্যাগ-

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. বলেন, লোকেরা বলে আবূ হুরায়রা বেশী হাদিস বর্ণনা করে। আল্লাহ্ সাক্ষী, মুহাজির ভাইগণকে তাদের বাজারি কায় কারবার ব্যস্ত রাখত।

আনসারী ভাইগণকে তাদের ক্ষেত-খামারের কাজ ব্যস্ত রাখত। আর আমি নিঃসম্বল ছিলাম। সর্বদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে পড়ে থাকতাম।

তিনি আরো বলেন, অনেক সময় পেটের ক্ষুধা সইতে না পেরে আমি বেহুশ হয়ে যেতাম। লোকেরা মনে করত আমার মৃগি রোগ, এ মনে করে তারা আমার ঘাড়ে তাদের পা দিয়ে পাড়াত।

ওই সময় তাদের ধারণা ছিল মৃগী রোগ দেখা দিলে পা দিয়ে ঘাড়ে পাড়ালে রোগ সেরে যায়। অথচ আমি বুঝতাম যে, মৃগি রোগের কারণে নয়, ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমার এ অবস্থা হয়েছে।

তারপরও তিনি হাদিস শেখার লালসায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার ছাড়তেন না। এ কুরবানির বরকতেই আজ সারা বিশ্বে কোটি-কোটি মানুষ অহরহ তাঁর নাম নিতে বাধ্য। সবচেয়ে বেশী হাদীস তাঁর থেকেই যে বর্ণিত! এ উম্মত ৫৩৭৪ টি হাদীস তাঁর মাধ্যমে লাভ করেছে।

রেফারেন্স - মাসিক আল কাউসার, তালিবানে ইলম পথ ও পাথেয়, কিতাবুল ইলম(জ্ঞানার্জন) ,সালাফদের ইলমী শ্রেষ্ঠত্ব, নুরুল কুরআন একাডেমী -পিডিএফ থেকে ,, আইওএমে পিডিএফ।